কুমারীর পবিত্রতা

(পঞ্চম খণ্ড)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৮৯

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০

পঞ্চম খণ্ডের নিবেদন

কুমারী-জীবনকে সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্য পদস্খলন হইতে রক্ষা করিয়া ইহার শুচিতা ও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় করার আকুতিতে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব তাঁহার অসংখ্য কুমারী-কন্যাকে যে সকল মূল্যবান্ উপদেশে পরিপূর্ণ সহস্র সহস্র পত্র নানা সময়ে লিখিয়াছেন, "কুমারীর পবিত্রতা" মহাগ্রন্থ তাহারই কতকগুলির সযত্ন সঞ্চয়ন।

দেশের নৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন সাধনে এই পত্রগুলির অসামান্য সাফল্য বহু জীবনে প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

সুলভ করিবার প্রয়োজনে ইহা ছোট ছোট খণ্ডে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

কুমারীর পবিত্রতা পঞ্চম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১লা পৌষ, ১৩৮৫, দুই বৎসরের মধ্যে তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায়। দীর্ঘ দুই বৎসর পর আমরা পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারিয়া নিজেদিগকে ধন্য মনে করিতেছি। কিমধিকমিতি, ১লা আষাঢ়, ১৩৮৯ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী

বিনীত—
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ওঁ

কুমারীর পবিত্রতা

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পত্র

ওঙ্কার গুরু

শিলমুড়ী, ত্রিপুরা *
২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

শুভাম্বিতাসুঃ—

স্নেহের মা—, তোমার পত্রখানা পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। * * * এখানে আসিয়া জ্বরে পড়িয়াছি। মাত্র একটী বক্তৃতা দিতে পারিয়াছি। একটু সুস্থ হইলেই কুমিল্লা হইয়া নোয়াখালী যাইব। যথাকালে ঠিকানা জানাইব।

মনে রাখিও, জীবনকে চিনিতে হইবে, জীবনের প্রকৃত আদর্শকে জানিতে হইবে। জানিবার উপায় গ্রন্থ-পাঠ।

এমন পুস্তক আছে, যাহা পাঠে জীবনের বিকৃত পরিচয়ই পাওয়া যায়। আমি সেই সকল গ্রন্থের কথা বলিতেছি না।

* তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলাকে ত্রিপুরা জেলা বলা হইত।

যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া শত শত ছেলেমেয়ে নিজেদের মনকে কদর্য্য চিন্তার আধারে পরিণত করিতেছে, আমি সেই সকল গ্রন্থের কথা বলিতেছি না। যে সকল গ্রন্থ দ্বারা নৈতিক আদর্শকে ধ্বংসই করা হয়, চিত্তের সংপ্রবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া কদর্য্য প্রবৃত্তিগুলিকেই ইন্ধন দিয়া দিয়া উত্তেজিত করা হয়, সেই সকল গ্রন্থ না পড়াই মঙ্গলজনক। কুরুচিপূর্ণ গ্রন্থের মধ্য দিয়া মানুষ যে কুশিক্ষা পায়, বহুবর্ষ তপস্যা করিয়া তবে তার অপপ্রভাব হইতে নিজেকে বাঁচাইতে হয়।

মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য যে কত মহৎ, মানব-জীবনের দায়িত্ব যে কত বিরাট, এই বিষয়ের ইঙ্গিতে পূর্ণ সদ্‌গ্রন্থ খুঁজিলে পাওয়া যাইবেই। পড়িবে তেমন গ্রন্থ। জীবনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য যে সব গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, পাঠাগারের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে অল্প লোকেই সে সব বহি পাঠ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তোমাদিগকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই সকল গ্রন্থই পাঠের জন্য বাহির করিয়া লইতে হইবে।

সাহস, সুরুচি ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয় যে গ্রন্থ, তাহাই সদ্‌গ্রন্থ। তেজস্বিতা, সরলতা ও সংযম শিক্ষা দেয় যে গ্রন্থ, তাহাই সদ্‌গ্রন্থ। মানবজীবনের দায়িত্বকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দেয় যে গ্রন্থ, তাহাই সদ্‌গ্রন্থ।

মানবজীবনের চপলতাগুলিকে প্রদর্শন করে যে গ্রন্থ,

তাহাই অপাঠ্য কুগ্রন্থ। মানবজীবনের মহিমাকে খর্ব্ব করিয়া দেয় যে গ্রন্থ, তাহাই অসদ্‌গ্রন্থ।

সদ্‌গ্রন্থই পাঠ করিবে, অসদ্‌গ্রন্থ প্রাণপণ যত্নে বর্জ্জন করিবে। কুগ্রন্থ পড়িতে পড়িতে আধুনিক ছেলেমেয়েরা এমন কুরুচির বিকাশ-সাধন করিয়াছে যে, তাহাদের আর সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিতে বিন্দুমাত্রও ভাল লাগে না। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তোমাদের এমন সুরুচির বিকাশ-সাধন ঘটুক, যেন তোমাদেরও আর কুগ্রন্থ পাঠ করিবার রুচি বিন্দুমাত্র না থাকে। কুগ্রন্থের প্রচ্ছন্ন বিষ পাঠক-পাঠিকার চিত্তকে বিষাক্ত করিয়াই না বর্ত্তমান সমাজ-মধ্যে দুশ্চরিত্রতা ও নারকীয় আচরণের সম্মান প্রতিষ্ঠা করিতেছে। এই বিষ যাহাতে তোমাদের রক্তের সহিত মিশিতে না পারে, তার জন্যই তোমাদিগকে অতিরিক্ত সতর্ক হইতে হইবে।

অতীতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জগতের জন্য যে সকল শ্রেষ্ঠ চিন্তা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সহিত পরিচয়-স্থাপন-কার্য্যে তোমরা তোমাদের অবসর সময় কর্ত্তন করিও। অবসরের চিত্তবিনোদনের জন্য ইতর-রুচির তরল সাহিত্য স্পর্শ না করাই মঙ্গলজনক।

জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সকল চিন্তাই শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহা নহে। অনেক জগৎপুজ্য ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ চিন্তার সঙ্গে নিকৃষ্ট চিন্তাও থাকিতে পারে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির রচিত হইলেও নিকৃষ্ট

সাহিত্য বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে। শূকরে অন্বেষণ করে বিষ্ঠা, দেবতা অন্বেষণ করেন চন্দন। তুমি বিষ্ঠা বর্জ্জন করিয়া চন্দনের সুরভিকেই অন্বেষণ করিও।

যে যেরূপ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, তার চিন্তা-প্রণালী তদ্রূপ হয়। সমাজ-মধ্যে বিচরণ-কালে সে তজ্জাতীয় চিন্তা-সমূহই বাক্যে প্রকাশ করে। কুরুচিপূর্ণ গ্রন্থ অধ্যয়নকারীরা লোকমধ্যে বিচরণকালে নিজেদের কথাবার্ত্তায় কুরুচির পরিচয় না দিয়া পারে না। তোমার চিন্তার অকৌলীন্য লোকচক্ষে তোমাকে হেয় করে। এই জন্যও কুগ্রন্থ পাঠ বর্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শত শত পুস্তক পড়িবার তত প্রয়োজন কি? সময় থাকিলে শত শত পুস্তক পড়িও। কিন্তু দুই চারিখানা বাছা বাছা সদ্‌গ্রন্থকে প্রাণের প্রাণ করিয়া লও। সদ্‌গ্রন্থই যৌবনের সৎপরামর্শদাতা, বার্দ্ধক্যের সান্ত্বনা এবং মনোব্যাধির মহৌষধ। যাকে তাকে যেমন বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, যা-তা বইকে তেমন আদর করিয়া পড়া চলে না। অসৎ লোককে বন্ধু করিলে সে যেমন বিপদ ঘটায়, কুগ্রন্থকে অধ্যয়ন করিলে তেমন চরিত্রের অবনতি আসে। খুব বেশী বেশী বই পড়িতে গেলে অনেক সময়ে কুগ্রন্থও পড়িতে হয়। বই বরং কিছু কম পড়, কিন্তু যখনই পড়, ভাল বই পড় এবং পড়িবার মত পড়, মন-প্রাণ দিয়া পড়, আত্মগঠনের তীব্র সঙ্কল্প লইয়া পাঠ কর।

বইই পড়িলাম কিন্তু তার উপদেশগুলিকে পালন করিলাম না, এই ভাবেও গ্রন্থ-পাঠ করিও না, দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া বৃথায় বৃথায়ই ইহা কাটাইয়া না দিতে হয়, তারই জন্য তোমাকে সকল রকমে তৈরী হইতে হইবে। তোমার গ্রন্থ-পাঠের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ইহাই হওয়া উচিত।

কিন্তু এইখানেই আমি শেষ করিব না। যে গ্রন্থ লোকের সমক্ষে পড়িতে তুমি লজ্জাবোধ কর, এমন গ্রন্থ যদি কোনও পুরুষ বা নারী-বন্ধু তোমাকে প্রদান করে, তবে তাহাকে বন্ধু না জ্ঞান করিয়া শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিবে। গ্রন্থের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করিয়া ইহারাই ক্রমশঃ সচ্চরিত্রতার নিন্দা করিয়া, সতীত্বকে উপহাস করিয়া সংযমকে বিদ্রূপ করিয়া, নানা কথাবার্ত্তা কহিয়া তোমার মনকে পাপ-লালসার বিষে আচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করিবে। কদর্য্য গ্রন্থ যাহারা মেয়েদিগকে পড়িতে দেয় বা দিতে চেষ্টা করে, সেই সকল বন্ধু বা বান্ধবীরাই পরে আস্তে আস্তে তোমাকে নানা কদর্য্য বিষয়ে রুচি-সম্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইবে এবং প্রথম সুযোগে তোমার কটিতটের বজ্রবন্ধনকে শিথিল করিয়া দিবে। পুস্তক আদান-প্রদানের ভিতর দিয়া কত অসৎ লোক নিষ্পাপা কুমারীদের সহিত খাতির জমায় এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন করিবার পরে সর্ব্বনাশ সাধন করে, সে কথা তোমাদের জানা নাই এই জন্যই এই সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করিতে

হইতেছে। অসৎ লোক বলিয়া যাহাকে জান, সে যদি সদ্‌গ্রন্থ লইয়াও তোমাকে পড়িতে দিতে চাহে, তবে সেখান হইতে সদ্‌গ্রন্থ গ্রহণেও বিরতা হইবে। অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত হারমনিয়াম বা বাদ্যযন্ত্রাদি দ্বারা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে পর্য্যন্ত আমি আমার ছেলেদিগকে নিষেধ করিয়া থাকি, অসৎ লোকের প্রদত্ত সদ্‌গ্রন্থ গ্রহণ করাও তেমনই নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতে চাহি।

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। * * * ব্যায়াম এবং ভগবদুপাসনা এক দিনও বাদ দিও না। তোমার কর্ত্তব্য তুমি নিজে না উদ্‌যাপন করিলে কে আসিয়া তোমার কাজ করিয়া দিবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

দ্বিতীয় পত্র

হরিওঁ

সোনামুড়া, স্বাধীন ত্রিপুরা

১১ আষাঢ়, ১৩৪৩

শুভান্বিতাসু :—

স্নেহের মা—, * * * আমি তোমাকে পরমাত্মার কাজের উপযুক্ত করিয়া তুলিতেই চেষ্টা করিব। মানব-জীবন বৃথায় বহিয়া যাইতে দিবার জিনিষ নহে, ইহাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলিবে না। তোমার জীবন ত' ভগবানের লীলার

বৃন্দাবন। কেবল বাঁচিয়া থাকিলেই ত' হইল না, মহেশ্বরকে তাঁহার কৈলাস-ভবন হইতে টানিয়া আনিয়া এই জীবনের বুকে বসান চাই। অন্তরের সুপ্ত বাসনা-কামনাগুলিকে শাসনে রাখিয়া পরম-দেবতাকে হৃদয়ের সবখানি প্রেম-সমর্পণই তোমার প্রকৃত সাধনা। আমি সেই সাধনায় তোমাকে সিদ্ধিযুক্তা দেখিতে চাই।

আমার সন্তান আমার অন্তরের আনন্দ-নিধি। আমার সন্তান জগতেরও আনন্দ-নিধি হউক। আমার সন্তান আমার স্নেহের মাণিক। আমার সন্তান জগতেরও স্নেহের মাণিক হউক। আমি যেমন অনাবিল স্নেহ করি, অকৃত্রিম আদর দেই, অপবিত্রতাবর্জ্জিত শুভেচ্ছা প্রদান করি, জগৎ আমার সন্তানকে তেমন স্নেহ, তেমন আদর, তেমন শুভেচ্ছা প্রদান করুক। আমার সন্তানকে অবলম্বন করিয়া জগতের একটী প্রাণীরও যেন নীচ বৃত্তির উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়, কদর্য্য বাসনার উচ্ছ্বাস না জাগে। আমার কন্যারা পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপিণী হউক, তেজস্বিতার আধার হউক, নির্ম্মল-তার বিগ্রহ হউক, বিশুদ্ধতার খনি হউক, সতীত্বের আদর্শ হউক।

সত্যস্বরূপ ভগবানকে ভালবাসাই পবিত্রতা, তেজস্বরূপ ভগবানকে আত্মদান করাই তেজস্বিতা, জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে সমগ্র অন্তর দিয়া বরণ করাই নির্ম্মলতা, চতুর্দ্দিকের সহস্র

বিরুদ্ধ অবস্থার বাধা না মানিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আনন্দ-স্বরূপ জীবন-দেবতার কোলে ফেলিয়া দেওয়াই নির্ভীকতা, প্রেম-স্বরূপ পরমাত্মাকে সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, নিদ্রায়, জাগরণে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় বুকের মাঝে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকার নামই সতীত্ব।

তুমি আমার কন্যা হইবার উপযুক্তা হও, ইহাই আমার একান্ত আশীর্ব্বাদ। তোমাকে দেখিলে যেন বন্যার জল থমকিয়া দাঁড়ায়, চপলতা প্রদর্শনে সাহস না পায়,—তুমি এমন হও, ইহাই আমার একান্ত আশীর্ব্বাদ। পুরুষ জাতির নীচ বুদ্ধি যেন তোমাকে দেখিলে তৎক্ষণাৎ বাতাসে মিশিয়া যায়, তুমি এমন হও। দুর্ব্বৃত্তের শত দুর্ব্বৃত্ততা, লম্পটের সহস্র লাম্পট্য যেন তোমাকে দর্শনমাত্র কর্পূর হইয়া উড়িয়া যায়,—তুমি এমন হও। তোমার আবির্ভাব জগতের সমস্ত কলুষিত কামনাকে ধ্বংস করুক; যেন প্রবর্দ্ধিত না করে।

সত্যস্বরূপকে ভালবাসিয়া তুমি সত্য-স্বরূপিণী হও। মিথ্যাকে তুমি ভালবাসিও না, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিও না, মিথ্যার সহিত আপোষ করিও না। জ্ঞান-স্বরূপকে ভালবাসিয়া তুমি জ্ঞান-স্বরূপিণী হও। অজ্ঞানকে ভালবাসিও না, অন্ধকারকে জীবনের উপরে রাজত্ব স্থাপন করিতে দিও না। আনন্দ-স্বরূপকে ভালবাসিয়া তুমি আনন্দ-স্বরূপিণী হও। তোমার উপরে নিরানন্দের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিও না, তাহাকে

ভালবাসিও না, নিরানন্দের জননী উচ্ছৃঙ্খলতাকে তোমার পবিত্র দেহমন স্পর্শমাত্রও করিতে দিও না। প্রেম-স্বরূপকে ভালবাসিয়া তুমি প্রেমস্বরূপিণী হও, অপ্রেমকে, জঘন্য কামকে, ধিক্কারজনক ইন্দ্রিয়-সুখকে তুমি ভালবাসিও না, কলুষিত বাসনার সহিত তুমি সখ্যতা স্থাপন করিও না, কদর্য্য অভিলাষকে তুমি প্রাণের বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিও না। নিজের জীবন-প্রভুকে নিজে চিনিয়া লও, তাঁর বুকে মাথা রাখিয়া সকল পাপ-পঙ্কিলতার কবল হইতে আত্মরক্ষা কর।

দেহটা তোমার সসীম, কিন্তু তুমি ত' সসীম নও! অসীমকে ভালবাসিয়া, অসীমের সহিত মিশিয়া নিজেকে অসীম বলিয়া অনুভব কর। জগতে অনেক কাজ তোমাকে করিতে হইবে। দেহের লালসা যাহাকে সীমাবদ্ধতায় বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, সে জগতের কোন্ কাজ সাধিতে পারিবে মা?

তোমার অন্তর এবং ইন্দ্রিয়-নিচয় সকল তৃষ্ণা, সকল ক্ষুধা মিটাইবার জন্য অসীমের পানেই চাতকের মত চাইতে শিখুক। তোমার ব্যবহারিক জীবনের আচরণগুলিও অসীমের অভিমুখী হউক। তোমার বাক্য, তোমার আলাপ, তোমার বেশ, তোমার ভুষা, তোমার চলন-চালন সবই অসীমকে লক্ষ্য করিয়া নিয়ন্ত্রিত হউক। সসীম জগতের পুরুষেরা সাধারণ মেয়েদের সংস্পর্শে বড় চঞ্চল হয়, বড় লঘুচিত্ত হয়। তোমার সংস্পর্শ যেন জগতের একটী পুরুষকেও অধীর না করে, উন্মত্ত না

করে। সুধার মত মৃতদেহে প্রাণদাত্রী হও, মদিরার মত উন্মাদনা-সৃষ্টির কারণ হইও না।

বংশে বংশে, প্রজন্মে প্রজন্মে পুরুষেরা নারী খুঁজিয়াছে; নারীরা পুরুষের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে, নিজেরা পুরুষ খুঁজিবার জন্য ছুটিয়া বেড়ায় নাই। বহু সহস্র শতাব্দী ধরিয়া সাধারণ নরনারীর জীবনে এই ইতিহাসের পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। ফলে জাতিগতভাবে নারী-সম্পর্কে পুরুষ-জাতি কতকটা দুর্ব্বলই হইয়া রহিয়াছে। পুরুষের প্রদত্ত প্রথম প্রলোভনগুলি নারীরা যে ভাবে উপেক্ষা করিতে পারে, নারীপ্রদত্ত প্রথম প্রলোভন-গুলিকে পুরুষ সেভাবে উপেক্ষা করিতে পারে না। এই হিসাবে পুরুষেরা তোমাদের চেয়ে অনেক অধিক বিপন্ন। সামান্য কারণে বা অকারণে তাহাদের কামের ক্ষুধা উদ্রিক্ত হয়। এই কথা স্মরণে রাখিয়া তোমাকে জীবন-ভঙ্গী নির্ণয় করিতে হইবে। তোমার কোনও আচরণের অসতর্কতা যেন সসীম জগতের দুর্ব্বলতম পুরুষদিগকেও পাপে প্রলুব্ধ করিতে না পারে। জগৎকে যখন তুমি প্রলুব্ধ করিবে, নিরানন্দ ও অপ্রেম তোমাকে ঘিরিয়া ধরিবে। নিজেকে অজ্ঞান ও অসত্য হইতে রক্ষা করিবার জন্যই আজ তোমার প্রত্যেকটী আচরণকে পুরুষের কাম-কল্পনার অতীত স্থানে লইয়া যাইতে হইবে। তোমার জীবন লইয়া তোমার নিজের মনেও যেন কাম-কল্পনা জাগরিত না হয়, কোনও পুরুষের মনেও যাহাতে কলুষিত

কামনার উদ্রেক না ঘটে, এই উভয় দিকেই তোমাকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। * * * প্রেমস্বরূপকেই ভালবাস, কামকে ভালবাসিও না। যিনি পূর্ণ, তাঁকেই ভালবাস, যে অপূর্ণ, তার দিকে দৃষ্টি দিও না। দেহকে জানিবে শ্রীভগবানের সেবার সামগ্রী,—ইহাকে কলুষিত করা চলে না। মনকে জানিবে শ্রীভগবানের অর্চ্চনার পুষ্পমাল্য,—ইহাকে অপবিত্র করা চলে না। আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জানিবে শ্রীভগবানের আরতির পঞ্চপ্রদীপ,—ইহাকে মলিন করা চলে না। কামের খোলসকে ভালবাসিও না, তোমাকে কামের খোলস বলিয়া মনে করিবার ক্ষুদ্র সুযোগটীকেও কাহাকেও দিও না। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিকে নিজের জীবনেরও লক্ষ্য করিও না, অপরের জীবনেও প্রবেশ করিতে দিও না। শুভাশীষ জানিও। তোমাদের কুশল দিও। * * * ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

তৃতীয় পত্র

জয়গুরু ওঙ্কার নোয়াখালী

২৪শে আষাঢ়, ১৩৪৩

শুভান্বিতাসু :—

স্নেহের মা, তোমার পত্রখানা পাইয়া সুখানুভব করিলাম। * * * জিজ্ঞাসা করিয়াছ, পুরুষদের সঙ্গে মিশিবার কালে কোন্ ব্যবহার তোমাদের বর্জ্জনীয়। প্রশ্ন পাইয়া সুখী হইলাম,

কিন্তু মা, এই প্রশ্নের খুব বিস্তারিত একটা জবাব না দিলেও চলিতে পারে। কারণ, রমণী-মন অচতুর নহে। প্রত্যেক রমণীই সামান্য অভিজ্ঞতা লাভের পরেই বুঝিতে পারে যে, পুরুষের সম্পর্কে তার কোন্ আচরণ শোভনীয়, কোন্ আচরণ অশোভন। সর্ব্বদা নিজের মনের দিকে তাকাইয়া চলিবে। যার সহিত মিশিতেছ, যে কথা বলিতেছ, যে ভাবে চলিতেছ, তাহার সম্পর্কে তোমার মন, তোমার ভালমন্দের বোধশক্তি, তোমাকে কখন কি বলিতেছে, তাহা শুনিবার চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে সর্ব্বদা নিজের কাছ হইতেই উপদেশ সংগ্রহ করিতে পারিবে যে, তোমার কখন পুরুষদের সম্পর্কে কিভাবে চলা উচিত।

তথাপি আমি তোমাকে মোটামুটি একটা ধারণা দিতেও চেষ্টা করিব।

তুমি যদি মনে মনে কুচিন্তা কর এবং পুরুষের সহিত মিশ, তাহা হইলে তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার কুচিন্তা পুরুষের মনের উপরে কুপ্রভাব বিস্তার করিবে এবং ইহার ফলে বাহ্য কারণ ব্যতীতও হয়ত পুরুষেরা তোমাকে অবলম্বন করিয়া পাপচিন্তা করিতে প্রলুব্ধ হইবে। সুতরাং পুরুষদের সংসর্গে যাহাকে সমাজের কল্যাণ-কর্ম্মে যাইতে হইবে, তাহাকে সর্ব্ব-প্রযত্নে নিজের মন হইতে সর্ব্বপ্রকার কলুষিত কামনাকে উদয়মাত্র নির্ব্বাসিত করিবার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

ভালবাসা বা প্রীতি-প্রণয় দেখাইবার জন্য যদি পুরুষদের সমক্ষে কোনও বান্ধবী বা বালক-বালিকার সহিত গলাগলি জড়াজড়ি করিয়া অবস্থান কর বা আদর জানাইবার জন্য কোনও শিশুকে বা বান্ধবীকে চুম্বন কর বা আলিঙ্গন দাও তবে এই দৃশ্য তোমার পুরুষ-বন্ধুদের মনে তাহাদের অজ্ঞাত-সারে তোমার প্রতি পাপলালসাকে উত্তেজিত করিতে পারে। এই সকল ব্যবহার ত' অমনিই বর্জ্জনীয়, কিন্তু পুরুষ-বন্ধুদের চখের সমক্ষে এই সব দ্বিগুণ বর্জ্জনীয় বলিয়া জানিবে।

স্ত্রী বা পুরুষের রূপলাবণ্যের বা প্রণয়মূলক হাবভাবের বর্ণনায় পূর্ণ গ্রন্থাদি পাঠ করা অমনিই বর্জ্জনীয়। কিন্তু পুরুষদের সমক্ষে ইহা দ্বিগুণ বর্জ্জনীয়। কোনও স্ত্রীলোকের রুচি খারাপ, এইরূপ সন্দিগ্ধতা মনে জন্মিবার পরে পুরুষেরা সহজেই কুচিন্তা করিতে সাহসী হয়।

পুরুষের সহিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিলে, অনেক স্থলে পুরুষের মনে পাপের বিষ সঞ্চারিত হয়। এই জন্যই, যে স্থলে পুরুষদের ভিতরে না গেলেও কাজ চলে, সেখানে না যাওয়া, যে স্থলে কথা না বলিলেও কাজ চলে, সেখানে কথা না বলা, যেখানে বাচালতা প্রদর্শন না করিলেও কাজ চলে, সেখানে মিতভাষিতা, যে বিষয়ের আলোচনা না তুলিলেও কাজ চলে, সেখানে বৃথা বিষয়ের অবতারণা হইতে দূরে থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

কুমারীর পবিত্রতা

পুরুষদের সহিত মিশিবার কালে যে মেয়েরা সর্ব্বদা নিজের মনকে দুর্ব্বল বলিয়া সন্দেহ করে, "এই বুঝি কাহার প্রতি মন আমার কামাকৃষ্ট হইল, এই বুঝি চিত্ত আমার কাহাকেও ভোগার্থে পাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল", এইরূপ আশঙ্কা করে, তাহাদের অতর্কিত আচরণগুলিও অনেক সময়ে পুরুষের সুপ্ত পাশবিক প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তোলে। এই জন্যই পুরুষদের সঙ্গে মিশিবার কালে সম্পূর্ণ আত্মপ্রত্যয় লইয়া চলা কর্ত্তব্য।

পুরুষদের সঙ্গে মিশিবার কালে কোনও মেয়ে যদি নির্দ্দিষ্ট একটী পুরুষের প্রতি কথায় বা ব্যবহারে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে, তাহা হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে সেই নির্দ্দিষ্ট পুরুষটীর মনে অকারণে আবিলতা সঞ্চিত হইতে পারে। সুতরাং পুরুষদের সহিত মিশিবার কালে কাহারও গুণবত্তা, সৌজন্য বা ভদ্রতার দরুণ পক্ষপাতিত্বের উপযুক্ত কারণ থাকিলেও পক্ষপাত প্রদর্শন হইতে সম্যক্ বিরত থাকাই একান্ত কর্ত্তব্য।

মেয়েরা যখন তরল রসিকতায় যোগ দেয়, অর্থাৎ যখন অপরের কৃত তরল পরিহাসকে হাসির সহিত সম্বর্দ্ধনা করে বা নিজেরাই বাচিক সংযম হারাইয়া তরল ভাষা উচ্চারণ করে, তখন রমণীর সেই তরলতা অনেক পুরুষের মনকে পাপবুদ্ধিতে আন্দোলায়িত করে। সুতরাং এই বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন মেয়েদের একান্ত কর্ত্তব্য।

আত্মোন্নতির লক্ষ্য ভুলিয়া মেয়েরা যখন পুরুষকে শুনাইবার জন্যই সঙ্গীত-চর্চ্চা করে এবং যে সঙ্গীতের পদাবলির কদর্য্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব, এমন সঙ্গীতই গায়, তখন তাহাদের প্রতি কোনও কোনও পুরুষের পাপ-লালসা জাগরিত হইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্গীত-নির্ব্বাচনেও সংযম অবলম্বন একান্ত আবশ্যক।

মেয়েরা যখন হাবভাবব্যঞ্জক নৃত্যকলা প্রদর্শন করে, তখন তাহা সাধারণ পুরুষের মনে উচ্চভাবের প্রেরণা না দিয়া কদর্য্য লালসাকেই খোঁচাইয়া উত্তেজিত করিয়া থাকে। সুতরাং প্রকাশ্য ভাবে নৃত্যকলার চর্চ্চা এবং বিশেষ-ভাবে পুরুষকে প্রদর্শনের জন্য নৃত্যানুশীলন সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। বলিতে কি, ভদ্রমেয়েরা নৃত্যবিদ্যায় গোপনেও যদি বিন্দুমাত্র চর্চ্চা না করেন, তবে তাতেও দেশ বা জাতির কোনও ক্ষতির আশঙ্কা দেখি না।

পুরুষদের সমক্ষে চুল বাঁধা, কাপড় ছাড়া, স্নান করা, নিদ্রিত হওয়া, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অসতর্কভাবেও নগ্ন করা মেয়েদের কখনও কর্ত্তব্য নহে। কারণ, এই সব হইতে অনেক পুরুষের চিত্তে কামোদ্দীপন ঘটিয়া থাকে।

পুরুষদের সহিত একাকিনী অবস্থান করা, এক আসনে সন্নিহিত হইয়া উপবেশন করা, একপাত্রে আহার করা, অন্ধকারে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলা, ইত্যাদি অধিকাংশ সময়ে পুরুষদের মনের পশু-গুলিকে প্রশ্রয় প্রদান করে। পুরুষদের ব্যবহার্য্য

শয্যায় কোনও স্ত্রীলোক শয়ন করিয়া গেলে অনেক সময়ে সেই শয্যায় শয়ন করিতে আসিয়া পুরুষেরা মনে মনে অনেক বিশ্রী কামনার চর্চ্চা করে।

পুরুষদের চখের সামনে বসিয়া ধাত্রীবিদ্যা-পুস্তকের ছবি দেখিলে বা চিত্রাঙ্কন করিতে গিয়া স্ত্রীশরীরের স্তনাদি স্ত্রীত্ব-প্রকাশক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঁকিতে থাকিলে অনেক পুরুষের পাপলালসাকে উত্তেজিত করা হয়।

সুতরাং এই সকল অবস্থা সতর্কভাবে বর্জ্জন করিয়া চলাই প্রত্যেক মেয়ের কর্ত্তব্য।

সংক্ষেপে যাহা বর্ণনা করিলাম, নিজের প্রতিভাবলে তাহা হইতেই মেয়েদের জীবনের নানা বিচিত্র অবস্থা বুঝিয়া লইতে পারিবে। মোটকথা, তোমাদের কোনও ব্যবহারে কোনও পুরুষের পতনের সম্ভাবনা না ঘটে, ইহাই একান্ত কাম্য। একটী মহিলার কথা আমি জানি, যিনি নিজের রূপ ঢাকিয়া রাখিবার জন্য বেশভুষার চাকচিক্য বর্জ্জন করিয়াছিলেন। আর একটী মহিলাকে জানি, যিনি মুখে ও কপালে চন্দন মাখিয়া সৌন্দর্য্য গোপন করিতেন। যার সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে লোকের বিপত্তি ঘটিতে পারে, তার পক্ষে নিজের সৌন্দর্য্যকে চাপিয়া রাখাও মহত্ত্বেরই লক্ষণ। নারী-দেহের সৌন্দর্য্যে জগতের মঙ্গল না করিয়া অমঙ্গলই বেশী সাধিয়াছে। দেহের সৌন্দর্য্যকে এই জন্যই সৌন্দর্য্য বলিয়া গণ্য করাই উচিত নহে, মনের সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। দেখিতে যাহা সুন্দর,

ভিতরে তাহা সুন্দর নাও হইতে পারে। ভিতরে যাহা সুন্দর, সেই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের প্রাণ হইতেছে পবিত্র চিন্তা এবং পবিত্রতার ভাবোদ্দীপক ব্যবহার।

শুভাশীষ জানিও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

চতুর্থ পত্র

ওঙ্কার গুরু

মাদারীপুর, ফরিদপুর

১লা ভাদ্র, ১৩৪৩

নিত্যশুভান্বিতাসু ঃ—

স্নেহের মা—, এখানে আসিয়াই শরীর জ্বরগ্রস্ত ও অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও ক্রমাগত তিন দিন বক্তৃতা প্রদানের পরে গত দুই দিন প্রবল জ্বরে শরীর সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী ছিল। এদিকে অফুরন্ত চিঠি জমিয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ আজ তোমাকে লিখিবার জন্য একটা আগ্রহও অনুভব করিতেছি। তাই লেখনী লইয়া বসিলাম। আমার শরীরের জন্য তোমরা ভাবিও না, সম্ভবতঃ আগামী কল্যই ইহা কর্ম্মক্ষম হইবে।

তোমাকে দেহের পবিত্রতার কথা বলিয়াছি। কিন্তু দেহের পবিত্রতার সহিত মনের পবিত্রতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। দেহ পবিত্র থাকিলে মনকে পবিত্র রাখা সহজ হয়। অবশ্য,

দেহের বিলাসিতা আর দেহের পবিত্রতা এক কথা নহে। দেহের বিলাসিতা অনেক সময়ে মনকে অপবিত্রতার পথেই ধাবিত করিয়া থাকে। সুতরাং দেহকে একদিকে যেমন পবিত্র রাখিতে হইবে, অপর দিকে তেমন বিলাসিতা হইতেও মুক্ত রাখিতে হইবে।

তোমার দেহ সর্ব্বপ্রকার ক্লেদ হইতে মুক্ত হউক, সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনার সংশ্রব পরিহার করুক, এইরূপ বুদ্ধি লইয়া তুমি যখন দেহের পরিচর্য্যা কর, বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা কর, তখনই বলিব, তুমি দেহকে পবিত্র রাখিতেছ। তোমার দেহটী লোকের চোখে সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হউক এবং তোমার দেহের সৌন্দর্য্যের দ্বারা লোকেরা তোমার প্রতি আকৃষ্ট হউক, এইরূপ বুদ্ধি লইয়া যখন তুমি দেহের পরিচর্য্যা কর, তখন তুমি করিতেছ দেহের বিলাসিতা। পবিত্রতা প্রশংসনীয়, বিলাসিতা নিন্দনীয়। পবিত্রতা উন্নতি-দায়িনী, বিলাসিতা নিম্নাভিমুখিনীগতিবর্দ্ধিনী।

তুমি যখন গায়ে সাবান মাজিতেছ, চুলে চিরুনী দিতেছ বা বস্ত্রাদি পরিধান করিতেছ, তখন হয়ত অতি গোপনে বিলাসিতারই বুদ্ধি তোমার ভিতরে আস্তে আস্তে পুষ্ট হইয়াছে। অথচ গাত্রপরিষ্কারও আবশ্যক, কেশ-প্রসাধনও আবশ্যক, বস্ত্র পরিধানও আবশ্যক। যদি তুমি দেহমার্জ্জনের কালে মনে মনে সঙ্কল্প কর যে, "আমি দেহ হইতে যেমন আবর্জ্জনা দূর

করিতেছি, মন হইতে তেমন অপবিত্র লালসাকে নির্ব্বাসিত করিতেছি", তাহা হইলে মনের প্রচ্ছন্ন বিলাস-বুদ্ধিও পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে। চিকুর-জালের মধ্য দিয়া চিরুণী চালাইবার কালে যদি তুমি মনে মনে সঙ্কল্প কর, "আমি কেশরাশি হইতে যেমন রাশীকৃত ধূলিবালি সরাইয়া দিতেছি, মন হইতেও তেমন সকল ময়লা-মাটি দূরে নিক্ষেপ করিতেছি", তাহা হইলে মনের প্রচ্ছন্ন বিলাসকামনা আপনিই দূরে যাইতে বাধ্য হইবে। বস্ত্র-পরিধান-কালে তুমি যদি বস্ত্রখানার রংয়ের বাহারের চাইতে তার পরিচ্ছন্নতার দিকে অধিক দৃষ্টি দাও এবং মনে মনে সঙ্কল্প কর, "এই বস্ত্রখানা যেমন পরিচ্ছন্ন, আমার মনও তেমন পরিচ্ছন্ন হউক, এই বস্ত্রের পবিত্রতা যেমন আমার দেহের পবিত্রতা বর্দ্ধন করিতেছে, তেমনই ইহা আমার মনেরও পবিত্রতা বর্দ্ধন করুক", তাহা হইলে বিলাস-বুদ্ধি তোমাকে স্পর্শমাত্রও করিতে পারিবে না।

আজ এই পর্য্যন্তই। দিন কতক পরে আবার বিস্তারিত লিখিতেছি।

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

পঞ্চম পত্র

শ্রীগুরু ওঙ্কার

যশোহর
২৫শে ভাদ্র, ১৩৪৩

পরমকল্যাণীয়াসু :-

স্নেহের মা—, বরিশালে গিয়া তোমাকে পত্র দিতে পারি

নাই। কারণ, বরিশালে অনেক কাজ ও অসম্ভব পরিশ্রম আমাকে করিতে হইয়াছে। সদ্‌ভাব ও সত্যচিন্তার প্রতি এরূপ উচ্ছ্বসিত অনুরাগ অল্পস্থানেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। অপ্রীতিকর সত্যকথা শুনিতে এরূপ অপরিসীম ক্ষুব্ধতাহীন ধৈর্য্য এবং ভদ্রতাজ্ঞান আমি অন্যত্র দেখি নাই। সহরের এমন কোনও প্রতিষ্ঠান প্রায় ছিল না, যেখান হইতে আমন্ত্রণ পাই নাই, যদিও সময়ের অভাবে সকল আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই, দুইটী মেয়েদের বিদ্যালয় এবং একটী মেয়েদের প্রতিষ্ঠানেও আমাকে যাইতে হইয়াছে এবং সেখানে সে কথাই বলিয়াছি, যে কথা তোমাদিগকে পত্রে পত্রে নিরন্তর বলি। বিলাসিতার ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার তীব্র সমালোচনা অন্য কোনও স্থানের মেয়েরা এত শ্রদ্ধার সহিত বোধ হয় আর শোনেন নাই। বিলাসিতা ও ভোগবুদ্ধি বাংলা তথা ভারতের মেয়েদের অস্থিমজ্জা চর্ব্বণ করিতে সুরু করিয়াছে, তাই ইহার বিরুদ্ধে কেহ কোনও কথা প্রীতির সহিত শুনিতে চাহে না। আমি শুধু বাক্‌চাতুর্য্য এবং সৎসাহসের বলে জোর করিয়া শ্রোতা ধরিয়া রাখি। কিন্তু বরিশালে আমাকে বাক্‌চাতুর্য্য বা দুঃসাহসের জাল বিস্তার করিতে হয় নাই, দিনের পর দিন ধৈর্য্য ধরিয়া নিঃশব্দ মুগ্ধতায় বরিশাল-বাসী নিজেদের গুণেই আমার কথা শুনি য়াছেন।

কিন্তু যশোহরে আসিয়া মনে হইতেছে যেন, মৃতদের দেশে

আসিয়াছি। ঔৎসুক্য-বর্জ্জিত এবং কৌতুহল-হীন এই মৃতদের পুরীতে আসিয়া যথেষ্ট অবসর পাইয়াছি, তাই পত্র লিখিতে পারিলাম।

পূর্ব্বপত্রে যাহা লিখিয়াছি, তদ্বিষয়েই আজ লিখিব। তোমার শরীরের প্রত্যেকটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথাসাধ্য পরিস্কৃত রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, এই দেহ দিয়া ভগবানের কাজ হইবে। তাই, এই দেহের পবিত্রতার আবশ্যকতা আছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসারন্ধ্র হাতের নখ, পায়ের নখ, মলচ্ছিদ্র, মূত্রদ্বার, হাতের বগল, কাণের পেছন, দাঁতের গোড়া, কেশের মূল, গুপ্তস্থানের রোমাবলি, জিভের প্রসার প্রভৃতি সবই যথাসাধ্য পরিস্কৃত রাখিতে হইবে,—এই সব স্থানে কিছুতেই ময়লা জমিতে দিলে চলিবে না। চক্ষু, মুখ প্রভৃতি প্রয়োজন পড়িলেই ধৌত করিবে এবং হাত ও মুখ ভাল করিয়া না ধুইয়া কখনও কোনও জিনিষ মুখে তুলিবে না। চক্ষু-পরিষ্কার করিতে গিয়া কখনও চক্ষে অতিরিক্ত চাপ দিবে না। কর্ণে প্রত্যহই স্নানের পূর্ব্বে তুলি দ্বারা খাঁটি সর্ষপ তৈল প্রদান করিবে এবং স্নানের অন্তে আবশ্যক মত তুলি দ্বারা কাণের ভিতর পরিস্কৃত করিয়া ফেলিবে। ইহাতে শ্রবণ-ক্ষমতা বাড়ে, বধিরতা কমে, সুনিদ্রারও সাহায্য হয়। ছেলেদের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যে সকল বহি আমার ছাপা হইয়াছে, তাহাতে তাহাদিগকে যে সকল দৈহিক সদাচার পালন করিতে বলা

হইয়াছে, তোমরাও সেই সকল দৈহিক সদাচার রক্ষা করিবে। হাতের নখ বা পায়ের নখ কখনও বড় হইতে দিবে না এবং দাঁতের দ্বারা কখনও নখ খুঁটিবে না। ওষ্ঠের বা দাঁতের সহিত হস্তাঙ্গুলী-সংযোগের কোনও বদভ্যাস হইয়া থাকিলে তাহা যত্নসহকারে বর্জ্জন করিবে। মলত্যাগান্তে বামহস্তের মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা মলচ্ছিদ্রের ভিতরে শঙ্খের প্যাঁচের মত স্থানটুকুকে অতি সন্তর্পণে জলের সাহায্যে পরিষ্কৃত করিতে চেষ্টা করিবে। প্রত্যেকবার মলশৌচের সময়ে মূত্রত্যাগের ইন্দ্রিয় বা তৎসন্নিহিত স্থানেরও ক্লেদ দূর করিবে এবং প্রত্যেক-বার মূত্রত্যাগের পরে সকল সময়ে প্রচুর জল দ্বারা মূত্রযন্ত্র পরিষ্কৃত করিবে। কিন্তু সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে যেন, মূত্রযন্ত্রের-কোনও ছিদ্রমধ্যে অঙ্গুলী-প্রবেশ না ঘটে! মূত্রযন্ত্রকে পরিষ্কার করিবার সময়ে আরও একটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন, অতিরিক্ত ঘর্ষণের দ্বারা গুপ্তস্থানকে কোনও প্রকারে উত্তেজিত না করা হয়। শরীরের স্বাস্থ্য বুঝিয়া অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতল বা উষ্ণ যে জল দিয়া প্রয়োজন, ধৌত করিতে পার, কিন্তু মনে রাখিও, গুপ্ত-ইন্দ্রিয়কে সর্ব্বদাই শীতল জল দিয়া পরিষ্কৃত করিতে হইবে এবং ইহা যাহাতে কোনও প্রকারের দূষিত জল না হয়, তার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গুপ্ত-ইন্দ্রিয়কে পরিষ্কৃত রাখিবার জন্য কখনও সাবান বা ক্ষার-জাতীয় জিনিষ বা তৈল জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করিবে

না। দরকার হইলে মাঝে মাঝে অল্পমাত্রায় ফিটকিরি ভিজান জলই তৎপক্ষে যথেষ্ট। শরীরকে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করিবার কালে মনে মনে এই ধ্যান রাখিবে যে, ভগবানের পূজা-মন্দিরকে তুমি আবর্জ্জনা-মুক্ত করিতেছ।

দেহের পরিচ্ছন্নতাকে সব সময়ই মনের পবিত্রতার সহায়িকা করিতে চেষ্টা করিবে। সর্ব্বাঙ্গের পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যের জন্যও দরকার, মনকে পবিত্র রাখিবার জন্যও দরকার—এই কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবে। তোমরা পবিত্র হইয়া যে সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিবে, এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা লইয়া তোমাদের চলা কর্ত্তব্য। আমি তোমাদিগকে যে স্নেহ করি, সেই স্নেহের প্রতিদান তোমাদের পবিত্র, উন্নত ও সুমহৎ জগৎ-কল্যাণ-কর্ম্ম দ্বারাই প্রদান করিতে হইবে।

একটা বয়স আছে, যেই বয়সে গুপ্ত-অঙ্গের্ সন্নিকটে রোমাবলি জন্মে। কাহারও কাহারও অল্প বয়সেই গুপ্তস্থান প্রচুর রোমে আবৃত হইয়া যায়। এই রোমাবলিকে অত্যন্ত বড় হইতে দিলে আবর্জ্জনা জমিয়া দাদ ও উকুনের জন্ম হইতে পারে। এজন্য এই রোম-সমূহকে মাঝে মাঝে কাটিয়া ফেলা ভাল। ক্ষুরের বা ব্লেডের ব্যবহার উচিত নহে। তাহাতে এই রোমাবলি দিনের পর দিন শক্ত ও রুক্ষ হইতে থাকে। কাঁচি দিয়াই এইগুলি কাটিয়া ফেলা ভাল। এই রোমাবলিকে আবর্জ্জনা-মুক্ত রাখিবার জন্য সাবান ব্যবহার করা যাইতে

পারে কিন্তু সেই সাবান-জল গুপ্ত-অঙ্গের ভিতরে না লাগিলেই ভাল।

শরীরকে পরিচ্ছন্ন রাখিবার কালে যদি লক্ষ্য কর যে, ভগবানের মন্দিরকে পরিচ্ছন্ন করিতেছ বলিয়া ভাব জমিতেছে, তবে জানিবে, দৈহিক পরিচ্ছন্নতার শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। শরীরকে পরিচ্ছন্ন করিবার সময়ে সেই ভাব যদি তোমার না জমে, তবে জানিবে যে, তোমার দৈহিক পরিচ্ছন্নতার শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতে তুমি দূরে সরিয়া পড়িতেছ। সত্য বটে, ইহা ভোগ এবং বিলাসিতার যুগ, কিন্তু ভোগবাদ ও বিলাস-লিপ্সার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ-রূপে ত্যাগশালিনী ও জগৎপূজ্যা যে সকল মহীয়সী মহিলার আবির্ভাব ভারতে অবশ্যম্ভাবী-রূপে অচিরকালমধ্যে ঘটিবে, আমি যে মা তাহাদিগকে তোমাদের মধ্যেই খুঁজিতেছি।

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। আমার শরীর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল দিও। ইতি—আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষষ্ঠ পত্র

জয়গুরু ওঙ্কার যশোহর

২৮শে ভাদ্র, ১৩৪৩

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, ব্যায়াম, উপাসনা ও সদাচার, এই তিনটীকে

আমি মহাদেবের সর্ব্ব-অমঙ্গল-বিনাশকারী ত্রিশূল বলিয়া মনে করি। এই তিনটী যদি একত্র সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে জীবনের এমন কোনও অকল্যাণ নাই, যাহা ধ্বংস করা না যায়। তুমি মা এই তিনটীই নিয়মিত করিতেছ ত? যৌগিক আসন-মুদ্রাগুলি খুব নিষ্ঠা ও ধৈর্য্যের সহিত অভ্যাস করিতেছ ত?

তোমাদের ছাত্রী-নিবাসের মেয়েদের কারো কারো যে সকল অসুখের কথা তুমি আমাকে জানাইয়াছ, তাহা এই ত্রিশূলেরই আঘাতে বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে। তুমি যদি নিজে প্রাণপণে এই তিনটী মঙ্গলালয় নিয়মকে পালন করিতে সমর্থা হইয়া থাক, তবে ছাত্রী-নিবাসের অন্য মেয়েদিগকে এই তিনটী পালন করিতে উপদেশ দিও, উৎসাহ দিও।

ব্যায়ামহীনতা এবং ভোগমূলক কল্পনাপ্রিয়তাই সর্ব্বপ্রকার অবাঞ্ছনীয় গোপন দৈহিক উৎপাত সৃষ্টি করে। স্রাব সম্পর্কিত যত অসুবিধা বা অস্বস্তি মেয়েদের দেখা যায়, তার অধিকাংশের মূল ইহারা। প্রাচীন ঋষিরা তাহা জানিতেন এবং তারই জন্য তাঁরা ঈশ্বরোপাসনা ও আসন-মুদ্রার অভ্যাসকে জীবন-গঠনের গোড়ায় স্থান দিয়াছিলেন। তোমাদের ছাত্রী-নিবাসের মেয়েরা কি ঈশ্বরোপাসনা করে? মনের চপলতার মুহূর্ত্তে চিত্তকে সুস্থ ও স্থির করিয়া লইবার জন্য পরমমঙ্গলময়

শ্রীভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণের চেষ্টা করে ? না ঈশ্বরোপাসনাকে অবজ্ঞা করে, উপহাস করে ?

শুনিলাম, তোমাদের ছাত্রী-নিবাসে অনেক বিবাহিতা মেয়েরাও থাকেন। অবশ্য, তাঁহারা সকলেই ভদ্রঘরের কন্যা, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিবাহিতা মেয়েদের সহিত কুমারী মেয়েদের প্রচুর ঘনিষ্ঠতা কখনও কখনও কুমারী-মনের কৌমার্য্য ও পবিত্রতার পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া থাকে। এই জন্যই অনেক কুমারী-প্রতিষ্ঠানে সধবা মেয়েদের নেওয়া হয় না। তোমার এই সম্পর্কে একটা বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। সধবা মেয়েদের সঙ্গ তোমার মনকে অলক্ষিতেও অপবিত্র বা নিম্নগামী করিতেছে কিনা, তাহা তোমাকে আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। যদি দেখ, মন নিম্নগামী হইতেছে, তবে তোমাকে মনের ঊর্দ্ধগমন সম্পাদনের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টাপরায়ণা হইতে হইবে। তোমার আচরণেও হয়ত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আসিতে পারে। যদি দেখ, তাহা আসিতেছে, তবে তার সম্পর্কেও তোমাকে সতর্ক হইতে হইবে। যদি দেখ, তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি গোপনে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তবে তোমাকে বিশেষ ভাবেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

কুসঙ্গ ও কদাচার প্রাণপণে বর্জ্জন করিতে হইবে। যার সঙ্গ তোমাকে অসৎ-প্রবৃত্তি দেয়, তোমার পবিত্রতার ভাব-

গুলিকে ক্ষুণ্ণ ও কুণ্ঠিত করে, তোমার স্বচ্ছ চিন্তা-প্রবাহকে আংশিক হইলেও আবিল করে, তাকে কুসঙ্গী বলিয়া মনে করিবে। মনকে নিম্নাঙ্গে নামিতেই দিবে না। সর্ব্বদা মনকে ভ্রূমধ্যে ডুবাইয়া রাখিবে। তোমার জীবনের পরম-দেবতাকে ভ্রূযুগের মধ্যে অবস্থিত জানিয়া শত কর্ম্মকোলাহলের মধ্যেও তাঁরই ধ্যানে মনকে মজাইয়া রাখিবে। বাহিরের প্রয়োজনে বাহিরের কাজ কর, কিন্তু ধ্যানের নেশা যেন না ছোটে।

আসন-মুদ্রা অভ্যাস-কালে বারংবার চিন্তা করিতে থাকিবে যে, ভগবানের পূজামন্দির তুমি মেরামত করিতেছ। উপাসনা-কালে সঙ্কল্প করিবে যে, পবিত্রতা-স্বরূপকেই তুমি জীবনের জীবন ও আপনার আপন করিয়া চাহিতেছ। আহার-কালে সঙ্কল্প করিবে যে, প্রতি কণা অন্ন তোমাকে পবিত্রতার শক্তিতে সঞ্জীবিত করিতেছে। শয়নের পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিবে যে, তোমার নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতেও মন পবিত্রতারই অনুশীলন করিবে। মধ্য রাত্রে কখনও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সঙ্কল্প করিতে থাকিবে যে, পবিত্রতা-স্বরূপকে সর্ব্বস্ব দিয়া নিজে পবিত্রতা-স্বরূপিণী হওয়াই তোমার জীবনের সাধনা, তোমার আমরণ তপস্যা। কেমন মা, এরূপ করিবে ত ?

শুভাশীষ জানিও। তোমার কুশল দিও ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

সপ্তম পত্র

শ্রীগুরু ওঙ্কার
যশোহর
৩১শে ভাদ্র, ১৩৪৩

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, * * * কোনও মেয়ের ভিতরে চির-কৌমার্য্যের আকাঙ্ক্ষা দেখিলে আমি খুসী হই। কারণ, ইহা দ্বারা তাহার চিত্তের পবিত্রতা লাভের আগ্রহ প্রমাণিত হইতেছে। যে পবিত্র, আমার চোখে সেই সুন্দর। দেহ বা মন যাহার অপবিত্র, তার শারীরিক সৌন্দর্য্য জগতে অতুলনীয় হইলেও আমার চোখে সে কুৎসিত ও কদর্য্য।

কিন্তু মা, চিরকুমারীই আজ দেশে প্রয়োজন, তাহা নহে। লক্ষ লক্ষ পবিত্র-চরিতা সধবারও আজ দেশে প্রয়োজন। অথবা, বলা যাইতে পারে যে, পবিত্র-চরিতা সধবার প্রয়োজনই সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

প্রথম জীবনে যে মেয়ে পবিত্রতাকে জীবনের সার করিয়া বরণ করিয়া নেয়, পরবর্ত্তী জীবনে যদি সে বিবাহ না করে, তবে তারই চিরকৌমার্য্য জগৎকে উপকৃত করে। পরবর্ত্তী জীবনে যদি সে বিবাহিতা হয়, তবে তারই সধবা-জীবন সংসারকে সুখের নন্দনকাননে পরিণত করে। এই জন্যই প্রথম জীবনের পবিত্রতা সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় বস্তু। প্রথম জীবনেই যে কঠোর দৃঢ়তার সহিত আত্ম-গঠন করিয়াছে,

ইন্দ্রিয়-জয় করিয়াছে, পরবর্ত্তী জীবনের উত্তাল-সমুদ্র-তুল্য বিশাল বিঘ্নও তাহাকে তার পবিত্রতার মহিমা হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না।

তোমাকে পরবর্ত্তী-কালে কিরূপ জীবন-যাপন করিতে হইবে, চিরকুমারী থাকিবে, কি সধবা হইবে, সেই সব বিষয়ে এখনই চিন্তাকুলা না হইয়া এখন তুমি প্রাণপণ প্রযত্নে তোমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌, হস্ত, পদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-সমূহকে সর্ব্বপ্রকার অপব্যবহার ও অনাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হও। এখন যদি ইহাদিগকে কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পার, তবে জানিবে যে, জগৎকে বশীভূত করিবার বিদ্যাই তোমার আয়ত্ত হইল। আত্মজয়ই জগতের সকল দিগ্বিজয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জয়।

তোমার চক্ষু কি এমন দৃশ্য দেখিতে চায়, যে দৃশ্য দর্শন পাপজনক, যে দৃশ্য দর্শনে অন্যায় লালসার উদ্রেক ঘটে ? তাহা হইলে এইরূপ দৃশ্য হইতে তোমার চক্ষুকে ফিরাইয়া আনিবার সাধনা তোমাকে করিতে হইবে। তোমার কর্ণ কি এমন কথা শুনিতে চাহে, যে কথা অপবিত্রতার ভাবোদ্দীপক ? তাহা হইলে এইরূপ বাক্য-শ্রবণে যাহাতে তোমার অনুরাগ না জন্মে, তদ্রূপ তপস্যা তোমাকে করিতে হইবে। তোমার জিহ্বা কি এমন কথা কহিতে চাহে, যে কথা জঘন্য চিন্তার উত্তেজক ? তাহা

হইলে এইরূপ কথা হইতে তোমার রসনাকে রক্ষা করিবার অধ্যবসায় তোমাকে অবলম্বন করিতে হইবে। এইরূপ যে করে, সে-ই প্রকৃত কুমারী। নতুবা শুধু বিবাহ বর্জ্জন করিলেই কেহ কুমারী বলিয়া পূজা পাইবার যোগ্যা হয় না। কৌমার্য্য শব্দের আর এক অর্থ পবিত্রতা। পবিত্রতাকে যে মেয়ে অক্ষুণ্ণ রাখিবে, তাকেই বলিব কুমারী মেয়ে।

তুমি হয়ত পবিত্র থাকিতে চাহ, পবিত্রতার প্রতি তোমার শ্রদ্ধাবোধও সুপ্রচুর, কিন্তু তোমার কোনও বাল্য-সঙ্গিনী হয়ত তার পাপ-সঙ্গ দিয়া তোমার মনে পাপের প্রলোভন জাগাইতেছে। এরূপ স্থলে তোমার কৌমার্য্যের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য আছে। কৌমার্য্যের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তোমাকে এই পাপসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সাহচর্য্য তোমার মনে পাপের চিত্রকে ফুটাইয়া তোলে, যে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর বাক্য বা ব্যবহার তোমার চিত্তে পাপের প্রতি লুব্ধ অনুরাগ সৃষ্টি করিতে চাহে, তাহাকে দস্যু জানিয়া, মহাশত্রু জানিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহা যদি পার, তবে তুমি তোমার কৌমার্য্যের সম্মান অটুট রাখিলে। যাহারা বিবাহ করিবে না, কিন্তু পবিত্র জীবন-যাপনে অসমর্থা, মনে রাখিও, সেই সব মেয়েদের সংখ্যাবর্দ্ধনে দেশ বা জাতির অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গল কিছুই নাই। * * * আশীর্ব্বাদক

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

স্বরূপানন্দ

অষ্টম পত্র

শ্রীগুরু ওঙ্কার

যশোহর

৩১শে ভাদ্র, ১৩৪৩

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমার ভিতরের পবিত্রতা যত অটুট হইবে, তোমার ত্যাগ তত সত্য হইবে। ভগবানের পায়ে তোমার আত্মসমর্পণ যত গভীর হইবে, তোমার পবিত্রতা তত পূর্ণ হইবে। জীবন-সাধনার এই নিগূঢ় ইঙ্গিত সমগ্র মন-প্রাণ দিয়া আজ বুঝিয়া লও এবং জীবনকে সেই ভাবে গঠন কর। আলস্য ও অবসাদ, অবিশ্বাস ও অহমিকা, সব বিসর্জ্জন দিয়া জীবন-প্রভুর সেবার জন্যই জীবনকে সুন্দর করিতে থাক, মধুর করিতে থাক, পবিত্র করিতে থাক।

শুভাশীস জানিও।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

নবম পত্র

ওঙ্কার গুরু

খুলনা

৬ই আশ্বিন, ১৩৪৩

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, * * * কেহ ত' মা মুখ ফুটিয়া তোমাদের

প্রয়োজনীয় কথা বলেন না! বলিবার যে কত বড় দরকার, তাহাও অনেকে ভাবিয়া দেখেন না। শুধু রুক্ষ কথা আর রুদ্র দৃষ্টি দিয়া ত' ঘরের মেয়েদিগকে বাঞ্ছনীয় জীবন-যাপন করিতে বাধ্য করা যায় না। তাদের নিকটে প্রয়োজনীয় জ্ঞান পরিবেশনও করিতে হয়। তাই আমি কত কথা তোমাদের কত জনকে লিখিতেছি। লিখিতেছি তোমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ গৌরব ও সৌন্দর্য্যের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিয়া। ভারতের ভবিষ্যৎ তাঁরা, আজ যাঁরা তোমাদের মত ছোট ও কোমল। তোমাদিগকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলাই প্রকৃত প্রস্তাবে দেশ এবং জাতির ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তোলা।

তোমাদের বয়সের মেয়েদের সম্পর্কে কতকগুলি সদাচার পালনকে আমি খুব আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করি। যথা,—

(১) শরীরের গোপনীয় স্থান উত্তমরূপে পরিষ্কৃত রাখা কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে গুপ্ত অঙ্গ কখনও স্পর্শ না করা।

(২) সম্ভব হইলে একাকী এক শয্যায় শয়ন করা এবং শয়ন কালে কোলবালিশ ব্যবহার না করা।

(৩) স্তনদ্বয়কে কখনও ঘর্ষণ না করা বা ঘর্ষিত হইতে না দেওয়া এবং অপর কোনও জিনিষের সহিত চাপে আসিতে না দেওয়া।

(৪) তলপেট, মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্ত, নিতম্ব, কটিদেশ, গণ্ড, ওষ্ঠ প্রভৃতি যে স্থান স্পর্শ করিলে বা কাহাকেও স্পর্শ

করিতে দিলে শরীর-মধ্যে সুখজনক বা রোমাঞ্চকর অনুভূতি জন্মিবার সম্ভাবনা, সেই সকল স্থান নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কখনও স্পর্শ না করা এবং কাহাকেও স্পর্শ করিতে না দেওয়া।

কথাগুলি চিন্তা না করিলেও হয়ত তুমি বুঝিতে পারিবে। তবু আমি একটু বিস্তারিত লিখিব। শরীরের গুপ্ত ইন্দ্রিয়কে উত্তমরূপে পরিষ্কার রাখা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেকবার মূত্র-ত্যাগের পরে পরিষ্কার জল দ্বারা ধৌত ও পরিষ্কৃত করা একান্ত আবশ্যক,—নতুবা ক্লেদাদি জমিয়া দুর্গন্ধ জন্মিতে পারে এবং তাহার দরুণ অস্বাস্থ্যের কারণ ঘটিতে পারে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত অপর কোনও কারণেই ঐ স্থানে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হস্ত-সঞ্চালন না হয়, তার দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নতুবা কোনও মেয়েকে সদাচারী বলিয়া মনে করা কঠিন কথা হইবে। ঘুমের ঘোরেও গুপ্ত অঙ্গে হস্ত না যায় এমন সুন্দর অভ্যাস অর্জ্জন করিতে হইবে। নিদ্রাকালে অজ্ঞাত-সারে যাহাদের হাত জনন-যন্ত্রের দিকে যায়, তাহাদের পক্ষে এই জন্যই শয়নকালে শরীরকে চাদরে মুড়িয়া হস্তদ্বয় চাদরের বাহিরে রাখিবার অভ্যাস প্রশংসনীয়। জনন-যন্ত্রে বারংবার হস্তপ্রয়োগ করা অনেকে বন্ধুবান্ধবীদের নিকট হইতে শেখে, অনেকে না বুঝিয়া নিজেদের অজ্ঞাতসারে এইরূপ অভ্যাস গঠন করিয়া ফেলে। যাহারা এইরূপ অভ্যাসে আসক্তা হয়, তাহাদিগকে সদাচারী মেয়ে বলা চলে না।

যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত একাকী শয়ন করার। একত্র অপরাপরের সহিত ঘুমাইলে এমন অনেক অভ্যাস ঘুমের ঘোরে আয়ত্ত হইয়া যাইতে পারে, যে সকল অভ্যাস সদাচারের বিরোধী। কোলবালিশকে বা কোনও মানুষকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমান সদাচারের বিরোধী। আমার মতে একটী শিশুকেও জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমান ভাল নহে। কোলবালিশ জড়াইয়া ঘুমাইলে কোলবালিশের সহিত গুপ্ত অঙ্গের ঘর্ষণ ঘটিয়া শরীরের ক্ষতি ঘটিতে পারে। গুপ্ত অঙ্গের সহিত জাগ্রত অবস্থায় বা নিদ্রাকালে কোনও প্রকার ঘর্ষণ বা চাপ সৃষ্ট হওয়া কুমারী জীবনের সদাচারের বিরোধী এবং নানা কারণেই অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়। উরুদ্বয়ের ব্যবহার সম্পর্কে কুমারীর এত সতর্কতা প্রয়োজনীয় যে, যদি কোনও মেয়ে কখনও নিজের একটী উরুকে অপর উরুর সহিত আঘাত বা ঘর্ষিত করিবার অভ্যাস নিজের অজ্ঞাতসারে আয়ত্ত করিয়া থাকে, তবে ধরা পড়িবামাত্র সেই অভ্যাস তাহার পরিত্যাগ করা সঙ্গত। পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িবার কালে বা কথাবার্ত্তা বলিবার সময়ে অনেক মেয়ে এক উরুর উপরে অপর উরুকে তালে তালে স্পর্শ করাইবার অভ্যাস অনেক সময়ে অর্জ্জন করে। এই অভ্যাস তার সদাচারের বিরোধী এবং যখনই এইরূপ অভ্যাসের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাইবে, তখনই ইহা পরিত্যাগের চেষ্টা করিতে হইবে। মেয়েদের পক্ষে পায়ের

দ্বারা সেলাইয়ের কল চালনাও এই কারণেই নিতান্ত আপত্তি-জনক। পায়ের দ্বারা সেলাইয়ের কল চালাইতে গিয়া জনন যন্ত্রের উপরে অনুচিত চাপ ও ঘর্ষণ পড়িতে থাকে। সেই জন্যই যে সকল মেয়ে দীর্ঘকাল পায়েচালান সেলাইয়ের কলে কাজ করে, তাহাদের গুরুতর রোগসমূহ সৃষ্ট হয়।

স্তনটী স্ত্রীলোকের শরীরের একটী পবিত্র অঙ্গ। এই স্তন হইতে দুগ্ধ আহরণ করিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ মানব-মানবীরা বড় হইয়াছিলেন। কত বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, কত গার্গী, দেবহুতি, সঙ্ঘমিত্রা এই স্তন হইতে অমৃত-রস গ্রহণ করিয়া জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন। কোনও কুমারীর উচিত নহে এই স্তনের উপরে এমন কোনও ব্যবহার করা, যাহাতে ইহার উপরে চাপ পড়ে বা ঘর্ষণ হয়। নিজহাতেও নিজ স্তন কখনও ঘর্ষণ করা উচিত নহে। স্নানের সময়ে শরীর পরিষ্কার করিবার জন্য যত টুকু দরকার তাহার কথা অবশ্য পৃথক্। শয়নকালে কোলবালিশ-টীকেও বুকে জড়াইয়া ধরিয়া স্তনের উপরে চাপ দেওয়া সঙ্গত নয়। স্তনের মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রচুর সুখানুভব-শক্তি লুকায়িতা আছে। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই শক্তির বিন্দুমাত্রও অপ-ব্যবহার কুমারীর পক্ষে অসদাচার। আমাদের দেশে কুমারী মেয়েদিগকে অনেক সময়ে এমন ভাবে শিশু কোলে লইতে দেখা যায়, যাহাতে তাহাদের স্তনের সহিত শিশুর শরীরের

ঘর্ষণ হয়। এইরূপ ভাবে শিশু কোলে লওয়া আমার মতে কুমারীর পক্ষে ভাল নহে।

কুমারীর পক্ষে কাহাকেও চুম্বন করা বা নিজের উপরে কাহারও চুম্বন গ্রহণ করা উভয়ই সমান অসদাচার। চুম্বন যতই সদুদ্দেশ্য-মূলক হউক, ইহার দান ও গ্রহণ, উভয়ই প্রকারান্তরে ও পরিশেষে ভোগমূলক আসক্তিকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশের রীতি যাহাই হউক, তাহা যে ভোগবুদ্ধিরই উদ্দীপনা করে, একথা পাশ্চাত্য মনস্বীরাই স্বীকার করিতেছেন। ভারতীয় জীবনে বিবাহিতা স্বামী ও পত্নীর মধ্যে ছাড়া অন্যত্র চুম্বন দান ও গ্রহণ সমান অসদাচার বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

এই পত্রখানা পড়িয়া কি মা তোমার কোনও অভিভাবক বিরক্ত হইবেন? তাহা আমি মনে করি না। আমার মনে হয়, অনেক মেয়েরা নিজেদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথাগুলি পবিত্রভাবে জানিবার সুযোগ পায় নাই বলিয়াই কত ভুল-ভ্রান্তি গোপনে করিয়াছে এবং পরে অনুতপ্ত হইয়াছে। এই জন্যই মা আমার সব কথাই লেখা দরকার এবং তোমাদেরও সব কথাই শোনা দরকার। পবিত্র চিত্তে পাঠ করিও এবং পবিত্র মনে প্রত্যেকটী বাক্য অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিও।

শুভাশীষ জানিও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

দশম পত্র

ওঙ্কার গুরু

ঝালকাটি, বরিশাল
১২ই আশ্বিন, ১৩৪৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, সেই জীবন জীবনই নয়, যে জীবনের কোনও মহৎ লক্ষ্য নাই। লক্ষ্যহীন জীবন আর মাঝিহীন নৌকা একই কথা।

আগেকার দিনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জীবনের সুমহৎ লক্ষ্য স্থির করিতেন,—ভগবানকে লাভ করা, আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জীবনের সুমহৎ লক্ষ্য স্থির করেন—দেশ ও জগতের সেবায় আত্মদান।

আমার পুত্রকন্যাদের জীবনে এই উভয় সুমহৎ লক্ষ্যের এক অপূর্ব্ব শুভসম্মেলন ঘটিবে। জগতের সেবার মধ্য দিয়া তোমরা ভগবানের সেবা করিবে, ভগবানের সেবার ভিতর দিয়া তোমরা জগতের সেবা করিবে। তোমাদের জগৎ মায়ার জগৎই হইয়া রহিবে না। মায়াতীত ভগবান্ এই মায়াময় জগতের প্রতি অণুপরমাণুতে তোমাদের পূজা পাইবার জন্য আত্মপ্রকাশ করিবেন, আবার ক্ষণভঙ্গুর জগৎ সেই চিরস্থির পরম-সত্তায় গিয়া আত্মবিসর্জ্জন দিবে।

কিন্তু এই সুমহৎ লক্ষ্য সাধন করিতে সমর্থ হয় তাহারা,

যাহারা প্রাণপণে আবাল্য দেহমনকে সংযমের পবিত্রতা দিয়া মণ্ডিত করিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছে।

মনের বিলাস-লোলুপতা কত ভাবে কত সুযোগেই যে নিজেকে পরিপুষ্ট করিতে চাহে, তাহা বলিবার নহে। সকাম ভাবে পুরুষদের দিকে তাকান, বৃথা ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করিয়া পুরুষদের সহিত নিষ্প্রয়োজনীয় আলাপ জমান, পুরুষদের চরিত্রের গোপনীয় অংশ সম্বন্ধে কৌতুহল ও আলোচনা, পুরুষদের ব্যবহৃত শয্যা-বস্ত্র-মাল্যাদির ব্যবহার প্রভৃতি তুচ্ছ সুযোগকে অবলম্বন করিয়া কত সময়ে ভোগবুদ্ধি অন্তরে জাগরিত হয়। নারী বা পুরুষের গুপ্ত অঙ্গ নিরীক্ষণে, মানুষ বা ইতর জীবজন্তুর দৈহিক মিলন-দর্শনে, যার তার সংসর্গে অবস্থানের ফলস্বরূপে, যা-তা' আলোচনা শ্রবণে বা তদ্রূপ আলোচনায় যোগদানে, উত্তেজক মশলা-সংযুক্ত আহারীয় গ্রহণে এবং অত্যন্ত আটাসাটা বেশভুষা পরিধানে অনেক সময়ে ভোগবুদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কামরিপু প্রবল হয়। স্ত্রীপুরুষের মিলন-সম্পর্কিত গ্রন্থাদির পাঠে, শাস্ত্রালোচনার ভাণ করিয়া পুরাণাদিতে বর্ণিত অশ্লীল অংশ-সমূহের আলোচনায়, এমন কি প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা শ্রবণেও চিত্তে লালসা বর্দ্ধিত হইতে পারে। এই জন্যই আমি লীলাকীর্ত্তনে ছেলেমেয়েদিগকে যাইতে দিবার এত বিরোধী। কাহারও প্রতি ভালবাসা বা অনুরাগ প্রদর্শনের

জন্য গলাগলি, জড়াজড়ি, দৈহিক মাখামাখি, চুমো দেওয়া, চুমো নেওয়া প্রভৃতিও পরিণামে দারুণ ভোগ-লালসার উদ্দীপক।

আমার কন্যাদিগকে প্রাণপণে এই সব বর্জ্জন করিতে হইবে। কারণ, সত্যই আমার নয়নানন্দদায়িনী স্নেহের দুলালীরা মানবতনু ধারণের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করিবে। জগতে তাহারা সত্য সত্যই অতুলনীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবে। ভীরুকে তাহারা ভুবনজয়ী করিবে, লম্পটকে সচ্চরিত্র করিবে, দুর্ব্বলকে সবলতা দিবে, পাপীকে পুণ্যময় জীবন-যাপনের প্রেরণা দিবে। আমার কন্যারা সব সেইরূপ হইবে। তারই জন্য তাহাদের আত্মগঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়া চলা একান্ত আবশ্যক।

লব্ধ-কৈশোর ও যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের অবাধ সংমিশ্রণকে স্বাধীনতার সংজ্ঞা দিয়া যতই সম্মানিত করিবার চেষ্টা হউক না কেন, পুরুষদের সঙ্গে নিয়ত থাকিয়া অগঠিত অবস্থায় নারীর মন চঞ্চল না হইয়াই পারে না। নিয়ত নারীর সঙ্গে থাকিয়াও পুরুষের মন চঞ্চল না হইয়া পারে না। স্বভাবের পথেই এই চঞ্চলতা আসে। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য যাহাদের মহৎ, তাহারা এই চঞ্চলতাকে প্রাণপণে দমন করে এবং যে ভাবে চলিলে বৃথা চঞ্চলতার তাড়নার দ্বারা উৎপীড়িত ও অধীর হইতে না হয়, তাহারা তেমন ভাবে চলে।

হুজুগে পড়িয়া কত জন বৃথা চঞ্চলতার কারণকে সৃষ্টি করিয়াছে, নিরর্থক কর্ম্মবাহুল্যকে ঘাড়ের উপরে টানিয়া আনিয়া তার ফলস্বরূপ দুর্নিবার বাসনার বিক্ষোভে পরিক্লিষ্ট হইয়াছে। জানে নাই তারা, জীবন গঠনের সময়ে কিরূপ সতর্কতা প্রয়োজন। জানে নাই তারা, কোন্ প্রকারের সংসর্গের কি প্রকারের ফল। কেহ তাহাদিগকে জানায় নাই, কেহ তাহাদিগকে বুঝায় নাই। আমি কিন্তু মা নিঃসঙ্কোচে সব জানাইতেছি, সব বুঝাইতেছি।

কিন্তু যদি হঠাৎ এমন কোনও কর্ত্তব্য সম্মুখে আসিয়া পড়ে, যে কর্ত্তব্য পালনের জন্য পুরুষদের সহিত মেলামেশা প্রয়োজন, তখন কি মা দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া সসঙ্কোচে সরিয়া যাইতে হইবে? নিশ্চয়ই না। তখনকার মত কর্ত্তব্য-উদ্‌যাপন নির্ভয়ে ও কুণ্ঠাহীন চিত্তে করিতে হইবে। কিন্তু কর্ত্তব্য-ব্যপদেশে কাহারও সম্পর্কে কুণ্ঠাহীন নিঃসঙ্কোচ আচরণ কখনও করিতে হইয়াছে বলিয়া সেই পরিচয়ের সূত্রটীকে আমৃত্যুই অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতার সুযোগ দিয়া ধরিয়া চলিতে হইবে, তাহা নহে। একদিন একটী বিপন্ন পুরুষকে কুণ্ঠা বিসর্জ্জন দিয়াই হয়ত সাহায্য করিয়াছিলে কিন্তু তার জন্য চিরকালই সেই পরিচয়ের জের টানিয়া চলিতে হইবে, ইহা কোনও কাজের কথাই নহে।

* * *

তোমরা প্রাণপণ যত্নে আত্মগঠন করিতেছ, প্রলোভন

দমনের ক্ষমতা অর্জ্জন করিতেছ, পাপ-বুদ্ধির ধ্বংস সাধন করিয়া সাত্ত্বিকী শুভবুদ্ধির অনুশীলন করিতেছ, ভোগবাসনার উপরে অলঙ্ঘনীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতেছ,—এই কথা ভাবিতে আমি কত আনন্দ পাই। তোমাদের জীবন পরম-মঙ্গলময়ের উপাসনার জন্য উৎসর্গীকৃত হইলেই আমার চিত্ত তৃপ্তিতে ভরিয়া যাইবে। সমগ্র জগৎ আজ যখন নিকৃষ্ট ভোগ-সুখের তাড়নাকেই চিরশান্তি বলিয়া ভ্রম করিতেছে, সেই সময়ে তোমাদের জীবনের মধ্যে জিতেন্দ্রিয়তার দিব্য মহিমা অপার মাধুর্য্যের সহিত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠুক, ভ্রান্ত জগতের ভ্রান্তির নিরসন করুক।

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

একাদশ পত্র

ওঁ শ্রীগুরু

পুপুন্কী আশ্রম
১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪৩

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমার ২১শে আশ্বিনের ভক্তিমাখা পত্রখানা পাইয়া সুখী ও মুগ্ধ হইলাম। তোমরা মায়ের জাতিটাই একটা অতি আশ্চর্য্য জাতি। তোমরা যাহাকে স্নেহ-শ্রদ্ধা কর, তাহাকে মন প্রাণ দিয়াই কর। এই জন্যই

আমি তোমাদের জাতিটার উপরে এত ভক্তি-সম্পন্ন। এই জাতির উন্নতির উপরে যে ভারতের উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, এই কথা আজ আমি বেদ-বাক্যের মত বিশ্বাস করি। আমি আমার ক্ষুদ্র কর্ম্মজীবনে ইহাও দেখিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে সহজেই সত্যানুরাগ, ধর্ম্মানুরাগ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও পবিত্রতার প্রয়োজন-বোধকে জাগরিত করিয়া তোলা যায় এবং এবার তোমাদের ওখানে (বরিশালে) প্রচার-কার্য্যের পরে আমার সেই বিশ্বাস ও ধারণা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও গভীর এবং আরও দৃঢ় হইয়াছে। আমি শুধু প্রতীক্ষা করিতেছি, কবে তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রীর জগৎপালনী মহাশক্তির পূর্ণাবির্ভাব ঘটিবে এবং মায়ামোহাচ্ছন্ন অন্ধকার-প্রপীড়িত অজ্ঞানতা-ভারাক্রান্ত ভারতের সকল মৃত্যুন্মুখতা অপহরণ করিবে।

তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, তোমার পবিত্র জীবন-লাভের প্রেরণায়, তোমার ত্যাগাভিমুখিনী উদ্দীপনায় আমি প্রীত হইয়াছি, আনন্দিত হইয়াছি। যাহাদিগকে দেখিয়াছি, আর যাহাদিগকে দেখি নাই, বাংলার এমন সব কুমারী কন্যা এইরূপ হইয়া উঠুক। প্রলোভন ও মোহময়ী লালসার মুখে বামপদের আঘাত হানিয়া তাহারা মহাশক্তির লীলা প্রকটিত করুক! ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় আমার মুখের কথা শুনিয়াই তুমি আমার ধর্ম্মকন্যা হইয়াছ, একথা জানিয়া একদিকে কৌতুক, অপর

দিকে সুখ অনুভব করিলাম। বাংলার যে সকল অনূঢ়াকন্যা আমার মুখের কথা শুনে নাই, আমি তাহাদিগকেও আমার ধর্ম্মকন্যা রূপে চাহি। কন্যাগুলিকে লোকে আপদ বলিয়া মনে করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে জাতির সম্পদ বলিয়া মনে করি। আমি বাংলার প্রত্যেকটী কন্যাকে ধর্ম্মকন্যারূপে পাইতে চাহি। তোমরা মা তাহার পূর্ব্বাভাষ। ভারতে এক মহামানবজাতির সৃষ্টি হইবে, বাংলাদেশ তাহার সূতিকাগৃহ হইবে, সমগ্র জগতে সেই মহামানবজাতি নিজের তপস্যা বিতরণ করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিবে,—আমার ধর্ম্মকন্যারা তাহার আদি পীঠভূমি-স্বরূপিণী হইবেন। কেহ চিরকুমারী থাকিয়া, কেহ বিবাহিতা হইয়া, যিনি যে ভাবে পারিবেন, আমার আশার স্বপ্নকে সফল করিবেন,—ম্লানমুখী ভারত-মাতার মুখ গৌরবোজ্জ্বল ও আনন্দ-মুখর করিয়া তুলিবেন।

জানিয়া সুখী হইলাম যে, তুমি অহরহ আমার কথাগুলিকে ভাবিতেছ, আমার লেখাগুলিকে পড়িতেছ। তোমার সেই চিন্তাস্রোতকে কখনও শুষ্ক হইতে দিও না। এই কয়দিন যেমন করিয়া ভাবিয়াছ মা, অবিরাম তেমন করিয়া দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস ধ্যান জমাইতে থাক,—"পবিত্রতার আমি সাধিকা, সুন্দরের আমি পূজারিণী, মঙ্গলের আমি সেবিকা, পূর্ণতার আমি অনুসরণ-কারিণী।" সঙ্কল্প করিতে থাক,—"অপবিত্রতার আমি সাধনা

করিব না, অসুন্দরকে আমি অর্চ্চনা দিব না, অমঙ্গলের আমি সেবা সাধিব না, অপূর্ণতাকে আমি অনুসরণ করিব না।” বারংবার স্মরণে জাগাইতে থাক,—“অপবিত্রতা আমাকে দেখিয়া দূরে পলাইবে, অসুন্দর আমাকে দেখিয়া ভীতত্রস্ত-কলেবর হইবে, অমঙ্গল আমাকে দেখিয়া আত্মবিলোপ ঘটাইবে, অপূর্ণতা আমার দেহ-মন-প্রাণের চতুঃসীমা পরিত্যাগ করিবে।” একথা সত্য যে, পবিত্রচেতা সঙ্গিনীর তোমাদের যথেষ্ট অভাব, কিন্তু পবিত্র-চিন্তার সঙ্গ হইতে তোমাকে কে বঞ্চিত করিতে পারে? একটুকু অভ্যাসের মাত্র অপেক্ষা। কিছুদিন অনুশীলন করিলেই দেখিবে, কত সহজে পবিত্র চিন্তাকে নিত্য সাথী করিয়া লওয়া যায়। পবিত্র চিন্তাকে, পবিত্র আকাঙ্ক্ষাকে, পবিত্র প্রেরণাকে তোমার চিরসঙ্গিনী করিয়া লও মা।

উচ্চ-ইংরাজি-বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে তুমি পড়। কুমারী জীবনের পবিত্রতা যে কি জিনিষ, তাহা আমিই যদি না তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম বুঝাইয়া থাকি, তবে স্বীকার করিতেই হইবে, দেশের দুরবস্থা অতীব শোচনীয়। এশিক্ষা পিতা, মাতা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেকে আগেই দেওয়া উচিত ছিল। হয়ত তাঁহাদের মধ্যেও অনেক অজ্ঞান, তাঁহাদের নিজেদেরই হয়ত যথেষ্ট শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে। অথবা হয়ত তাঁহারা সঙ্কোচবশত কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করিয়া লাভ নাই। আমার বক্তব্য

এই যে, যদি সত্যই মা কুমারীর জীবনে পবিত্রতা যে কি জিনিষ, তাহা আমার বক্তৃতায়, আমার লেখায় বুঝিয়া থাক, তবে দৃঢ় হও, যেন তোমার এই পবিত্রতা অটুট রাখিবার জন্য তুমি প্রখর সাধনা, কঠোর তপস্যা করিতে পার। অতীতের চেয়ে বর্ত্তমানের দাম বেশী, বর্ত্তমানের চেয়েও ভবিষ্যৎ অনেক বড়। তোমাদের দৃঢ়তা অতীতের চেয়ে বর্ত্তমানকে অধিকতর গৌরব দান করিতে সমর্থ হউক, তোমাদের তপস্যা ভবিষ্যৎকে কল্পনাতীত মহিমাতে মণ্ডিত করুক—সমগ্র জগৎকে পবিত্রতার পরম ভাতিতে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়া ভারতের তপস্যা ধন্য হউক, সার্থক হউক, মানবজাতিকে দেবতার জাতিতে উন্নীত করিয়া ভারতের পুণ্য পূর্ণ হউক।

তোমার যখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবার হয়, আমাকে নিঃসঙ্কোচে লিখিবে। আমি তোমার প্রত্যেকটী প্রশ্নের উত্তর দিব জানিও। * * * তোমাকে কখনও দেখি নাই, তোমার শরীরের গঠন জানি না, এই জন্য দূর হইতে ব্যায়াম সম্বন্ধে কোনও উপদেশ দেওয়া চলিবে না। * * *
শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

দ্বাদশ পত্র

জয়গুরু শ্রীগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
২০শে কার্ত্তিক, ১৩৪৩

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, * * * নারীজাতিটাকে বহুজনে বহু দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। আমি কিন্তু দেখিয়াছি একটা পৃথক্ দৃষ্টিতে। এই জাতি আমার মায়ের জাতি, এই জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও জগতের অভ্যুদয় সম্ভব হইবে। নারীর উন্নতিতে অবজ্ঞা করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন সম্ভব নহে।

কিন্তু উন্নতি বলিতে কি বুঝিব? শুধু লেখাপড়া? নিশ্চয়ই না। সমগ্র জীবনটাকে ভগবানের প্রতি উন্মুখ করিয়া ধরিয়া রাখাই জীবনের প্রকৃত উন্নতি। দেহমনপ্রাণ সব কিছু অবিরাম শ্রীভগবানের পূজার জন্য প্রস্তুত রাখাই প্রকৃত উন্নতি। এই সত্যিকারের উন্নতির সহিত বিদ্যার্জ্জন যদি থাকে, তবে সোণায় সোহাগা। শুধু সোহাগায় কেহ ধনী হয় না। সোহাগা না থাকিলেও সোণা সর্ব্বদাই মূল্যবান্। কিন্তু সোহাগার সংযোগ থাকিলে সোণার মূল্য বাড়ে। বিদ্যার্জ্জন থাকিলে জীবনকে একটু ভাল করিয়া ভগবানের কাজের জন্য তৈরী করা যায়। বিদ্যা এইরূপ ক্ষেত্রেই আদরণীয়। অন্যত্র বিদ্যা অবিদ্যার তুল্য।

এই আদর্শ চখের সামনে রাখিয়া জীবন গঠন করিতে থাক। * * * আত্মত্যাগের মধ্য দিয়াই প্রকৃত সভ্যতার বিস্তার

হয়, আত্মত্যাগের মধ্য দিয়াই জাতি জাগে। ত্যাগ মানে ভগবানের জন্য আত্মসুখ-বর্জ্জন। * * * সমগ্র জগৎ জুড়িয়া যে ত্যাগ, সংযম ও ঈশ্বরানুরাগের প্রবল বন্যা অচিরকাল মধ্যে প্রবাহিত হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাস পাইতেছি।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ত্রয়োদশ পত্র

জয় জগন্মাতা

ওয়াটার টাওয়ার, পাটনা

২৬শে পৌষ, ১৩৪৩

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, * * * বিদেশী শিক্ষার ঘাড়ে চাপিয়া বিদেশী সভ্যতা যেদিন ভারতের নারীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই ভারতের প্রকৃত সর্ব্বনাশ আরম্ভ হইয়াছে। বিদেশী সভ্যতার ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ভারতীয় কুমারীকে কৌমার্য্যের শুচিতা এবং ভারতীয় সধবাকে সতীত্বের মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে বারংবার প্ররোচিত করিতেছে। বিদেশীয় শিক্ষাপদ্ধতি ঐ অবাঞ্ছনীয় সভ্যতার বাহন হইয়া আসিয়াছে। এই রাক্ষসী শিক্ষা-পদ্ধতির যন্ত্রনিষ্পেষণে সহরের সহস্র বিলাসিতার আবেষ্টনে অসংখ্য প্রলোভন-সঙ্কুল সংসর্গে মেয়েদের রাখিয়া চক্ষুষ্মান্ পিতামাতার নিশ্চিন্ত থাকা

অসম্ভব। কিন্তু সকল প্রলোভনের মুখে পদাঘাত হানিয়া নিশ্চিতই তোমরা মহিমোন্নতশিরে জগৎপূজ্য আসন গ্রহণ করিবার অধিকারিণী রহিবে, ইহা আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি।

মানুষ মাত্রেরই প্রলোভন আসে, জীবনে প্রলোভন থাকিবেই। জীবনের ঘটনাগুলিকে প্রলোভন-সংস্পর্শ-বিরহিত করিবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু মনকে প্রলোভনের মোহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিবার উপায় আছে। সেই উপায় তোমাদের প্রত্যেকেরই আয়ত্তের মধ্যে। মনকে প্রলোভনের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিবার সাধনাই স্ত্রী বা পুরুষ প্রত্যেকেরই জীবনের প্রকৃষ্টতম সাধনা। এই সাধনা তোমরা ভুলিও না।

অনাদি কাল হইতেই নারীদের সমক্ষে পুরুষেরা প্রলোভনের জাল বিস্তার করিয়া আসিতেছে। অনাদি কাল হইতেই পুরুষের এই প্রলোভন-মরীচিকায় বিভ্রান্তা হইয়া সহস্র সহস্র নারী পুরুষের কামের অনলে আত্মাহুতি দিয়াছে এবং পরিশেষে আমৃত্যু অপরিসীম দুর্ভাগ্যের বৃশ্চিকদংশনজ্বালা নীরবে নতমুখে সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাই আদিম সমাজ-ব্যবস্থাপকেরা বিবাহ-বন্ধনকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন নারী যাহাতে প্রতারকের প্রবঞ্চনায় ভুলিয়া নিজেকে পরিণামে বিপণীর পণ্য-দ্রব্যে পরিণত করিয়া আমৃত্যু শিরে করাঘাত করিবার দুর্দ্দশায় নিপতিতা না হয়। তারই জন্য নারীর স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছ

প্রণয়ী সংগ্রহের প্রাকৃতিক বিধানের উপরে বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছিল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা অনেক নারী তাহা ভুলিয়া গিয়াছে এবং নিজেদের অবারিত আচরণের দ্বারা পুরুষের অনুচিত প্রবৃত্তিগুলিকে প্রশ্রয় দিয়াছে। তাই আজ পুরুষেরা মনে করিতে সাহস পায় যে, "তু" করিয়া ডাকিলেই যে-কোনও কুমারী ছুটিয়া আসিবে অপরিচিত বা অর্দ্ধপরিচিত পুরুষের মোটরে বসিয়া প্রমোদ-ভ্রমণে কাশ্মীর ঘুরিয়া আসিতে। এই কথাগুলি প্রত্যেক কুমারীর মনে রাখা উচিত।

ক্ষুধার্ত্ত পুরুষগুলি সিনেমার ভিড়, নাচের মজলিশ, গানের আসর প্রভৃতির সুযোগ লইয়া নিজেদের ক্ষুধা মেয়েদের কাছে নিবেদন করিবার ফিকির খুঁজিয়া বেড়ায়। টেলিফোনের গোপন পথে তারা বারংবার ভদ্র কুমারীদের শান্তিভঙ্গ করে। মেয়েগুলি বোকা, অথবা দর্পান্ধ, তাই তারা বোঝে না যে, কি সর্ব্বনাশেরই সূচনা হইতেছে। কৌতুকের সহিত তাহারা এই প্রেম-নিবেদন শোনে, বিজয়িনীর অহঙ্কার লইয়া তাহারা এই পাপবুদ্ধি-পুরুষদের কথার আবার প্রত্যুত্তরও দেয় এবং তাহাদিগকে দূর করিতে চাহিয়াও কথার জালে তাদের কাছেই আটক হইয়া পড়ে, তাদের ঘৃণ্য প্রবৃত্তির চরিতার্থতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া নিজেদের দুর্ভাগ্য নিজেদের মূঢ়তার মূল্যে কিনিয়া আনে। কি আর কহিব, এই সকল কথা ভাবিতে আমার রক্তপ্রবাহ তপ্ত হইয়া উঠে।

নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ-চিন্তা এই সকল স্থলে কুমারী মেয়ের মনকে প্রলোভন-মুক্ত করিয়া থাকে। ভালবাসার রোমাঞ্চকর অভিনয় করিয়া আজ যাহারা কুমারীর পবিত্র মনকে গোপন পথে টানিতে চাহিতেছে, যত বড় বড় প্রতিজ্ঞাই তাহারা করুক না, পরিণামে তাহারা তিনটা লাথি মারিয়া সুদূর নির্ব্বান্ধব-প্রবাসে এই মেয়েটাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলিয়া সগৌরবে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিবে, শত শত স্থলে সহস্র সহস্র স্থলে ইহাই অভাগিনী বুদ্ধিহীনা কুমারীর প্রত্যক্ষ ভাগ্যলিপি। ভালবাসার লোভে গোপন পথে যে পা দিয়াছিল, ভবিষ্যতে তাহাকে গণিকাবৃত্তি করিতে হইয়াছে। এমন দুর্ম্মতি ও দুর্গতি যেন জগতে কাহারও না হয়।

আধুনিক যুগসুলভ কোনও প্রলোভন যদি তোমাদের সমক্ষে আসে, আর তোমরা যদি তাহাতে বিচলিত হও, তবে বুঝিব, তোমাদের পিতামাতা তোমাদের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে তোমাদের জন্য যে তপস্যা করিয়া আসিতেছেন, তাহা বৃথা, তাহা পণ্ডশ্রম। আর এইরূপ প্রলোভন-স্থলে ঘৃণা লজ্জা ভয় সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া যদি উপযুক্ত প্রতিবিধানে তৎপরা হইতে পার, তবেই বুঝিব, তোমাদের জন্য যিনি যেখানে যতটুকু তপস্যা করিয়াছেন, সবই সত্য, সবই সার্থক।

নিজেকে তোমরা আধুনিক সহুরে মেয়েদের সহিত এক শ্রেণীভুক্তা বলিয়া কখনো বিশ্বাস করিও না। তাদের জীবনের

চপলতা তোমাদের জীবনেও সাজে, ইহা মনে করিও না। ব্যক্তিগত চপলতার বাহ্যাড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের মধ্যেও দুই চারিটি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা নারী নিজ মর্য্যাদা ও হৃদয়বল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেছেন, এইরূপ দৃষ্টান্তও হয়ত আছে। কিন্তু তাঁহারাও তোমাদের অনুকরণের স্থল নহেন। জগৎকে নিষ্কাম সেবা দিবার জন্যই তোমরা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, ঝাঁপ দিয়াছ তোমরা বিশ্বসেবার কোলে,— তোমাদের জীবনের আচরণ লক্ষ্যহীনা উদ্দেশ্যহীনা ক্ষণচটুলা চরিত্র-মর্য্যাদা-বোধ-বর্জ্জিতা বিলাস-বিলোলা মেয়েগুলির মতন কখনই হইতে পারে না। * * * শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

চতুর্দ্দশ পত্র

জয় জগন্মাতা

দ্বারভাঙ্গা

১লা মাঘ, ১৩৪৩

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, * * * যে বেয়াদব মাষ্টারটা রাত্রি করিয়া মেয়েদের কামরাতে ঢুকিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, সেই লোকটা ছাত্রী-নিবাস ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে শুনিয়া মনে একটা স্বস্তি অনুভব করিতেছি। এইরূপ সব পাষণ্ডদের উপরে বিশ্বাস করিয়া কত কুমু—র জানি কপাল ভাঙ্গে এবং

কৌশলময় চতুর প্রণয়াকর্ষণের জালে জীবন হারাইয়া কত কুমু—রাই জানি চিরজীবন হাহাকার করে। * * * অনেকে দেখিয়া শিখে, অনেকে ঠেকিয়াও শিখে। তুমি দেখিয়া শিক্ষা অর্জ্জন কর। এই দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা লাভ কর যে, মেয়েদের পক্ষে লজ্জাশীলতাই একমাত্র সদ্‌গুণ নহে, এবং প্রয়োজনমত রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করিতে না পারিলে রমণী-জীবনের রমণীয়ত্ব দীর্ঘকাল অটুট থাকিতে পারে না। এই দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষালাভ কর যে, শিক্ষক প্রভৃতি মাননীয়বর্গের আজ্ঞাবহতাই ছাত্রীজীবনের একমাত্র সদ্‌গুণ নহে, শিক্ষকের আচরণগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবার মত শক্তিও ছাত্রীদের থাকা দরকার এবং অল্প হউক অধিক হউক আপত্তিজনক আচরণের ভূমিকামাত্রে খড়্গধারিণী হইয়া নিজের তেজস্বিতা ও আত্মসম্মান-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান আবশ্যক। নতুবা রমণী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের ক্রমশঃ অপচয় ঘটে। * * * চখের উপরে জাজ্জ্বল্যমান ঘটনাটি দেখিয়া এই শিক্ষা অর্জ্জন কর যে, কোনও ছাত্রীর কর্ত্তব্য নহে, নিজ শিক্ষক সম্বন্ধেও অসতর্ক হওয়া। তুমি তোমার শিক্ষকদের প্রতি খুব সম্মানশীলা হইও, কিন্তু কাহারও আচরণে কোনও অনুচিত ব্যাপার দেখিলে নীরবে তাহা ক্ষমা করিও না। বিদ্যার্জ্জনের দুয়ার যে কোনও মুহূর্ত্তে বন্ধ হউক, তাতে গ্রাহ্য মাত্রও করিও না, কিন্তু বিদ্যার্জ্জনের দুয়ার খোলা রাখিবার আগ্রহে নিজ কুমারী-মর্য্যাদাকে কণামাত্র অসম্মানিত

বা বিপন্ন হইতে দিও না। যে বিদ্যা সম্ভ্রমের বিনিময়ে লাভ করিতে হয়, তাহা অবিদ্যার ধাত্রী। যে জ্ঞান মর্য্যাদাবোধকে ছোট করিয়া লাভ করিতে হয়, তাহা অজ্ঞানের জনক। যে শিক্ষা সতীত্বের প্রখরতাকে কমাইয়া দিয়া পাইতে হয়, তাহা কুশিক্ষার প্রসূতি। এই অবাঞ্ছনীয় শিক্ষার মুখে পদাঘাত করিবার ক্ষমতা তোমাদের থাকা প্রয়োজন। শিক্ষাহীনা রমণীরা চরিত্রের গুণে জগতে পূজা পাইয়াছেন, সতীত্বহীনা বিদুষী রমণীও কাহারও শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। যে শিক্ষক ছাত্রীর সমক্ষে বসিয়া সমাজ-বিরোধী প্রেমের দৃষ্টান্তগুলি লইয়া আলোচনা করে, সেই শিক্ষককে বিশ্বাস করা কোনও ছাত্রীর উচিত নহে। যে শিক্ষকের উপদেশের মধ্যে সতীত্ব-মর্য্যাদাকে খাটো করিবার প্রচ্ছন্ন চেষ্টাও থাকে, সেই শিক্ষক কোনও মেয়ের বিশ্বাসপাত্র নহে। যে শিক্ষক সংযম-বিরোধী, সতীত্ববিরোধী, সদাচারবিরোধী নারীজীবনের ঘটনা-বলিকে ছাত্রীদের সমক্ষে আলোচনা করিতে কুণ্ঠিত না হয়, সে ব্যক্তি বিশ্বাসভাজন নহে। "ভালবাসার জন্য সতীত্ব, সংযম, সদাচার, সমাজব্যবস্থা বা আত্মীয়-স্বজন সবই উপেক্ষা করা যায়"—একথা যে শিক্ষক ছাত্রীর কর্ণে প্রবেশ করিবার সাহায্য করে, সে বিশ্বাস-ভাজন নহে। যে শিক্ষক ছাত্রীদের সহিত গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ পছন্দ করে বা করিতে চাহে, সে বিশ্বাস-ভাজন নহে। যে শিক্ষক ছাত্রীর জীবনের গুপ্ত কথা বাহির

করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি বিশ্বাসভাজন নহে। যে শিক্ষক ছাত্রীদের পেটিকোট, জাঙ্গিয়া, স্যানিটারি টাওয়েল, স্তন, তলপেট, নিতম্ব প্রভৃতির সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি বিশ্বাস-ভাজন নহে। * * * লাজে ভয়ে বেয়াদবি হজম করিয়াই যে, কত সরলা কুমারীর ও অবোধা সধবার জীবনের সাররত্ন চোরের করতলগত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। লজ্জা যেমন স্ত্রীলোকের চরিত্রের ভূষণ, অন্যায়কে, বেয়াদবিকে, পুরুষের অনুচিত ইঙ্গিত বা ব্যবহারকে তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করিবার সাহস তদ্রূপ ভূষণ। নম্রতা যেমন চরিত্রের অলঙ্কার, পাপবুদ্ধি-পুরুষকে পদাঘাত করিবার শক্তিও তেমন অলঙ্কার। বাংলার নির্ব্বোধ অভিভাবকদের দল বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হইয়া, সাইন বোর্ডের চটকে ভুলিয়া, মিষ্টি কথায় পড়িয়া বংশের দুলালীগুলিকে হোষ্টেলে আর বোর্ডিংএ রাখিতেছে,—আর, গোপনে গোপনে মহাপাপ কালসর্প সরলচিত্ত মেয়েগুলির বিনয়ের, নম্রতার, লজ্জাশীলতার, প্রতিবাদে অক্ষমতার সুযোগ নিয়া তাহাদের দেহে মনে দংশন বসাইয়া যাইতেছে। এই দুঃখ, এই ব্যথা সহ্য করিবার অতীতে গিয়াছে ।

স্নেহের মা,---প্রতিক্ষণে তুমি স্মরণে রাখিও যে, যা তা করিয়া একটা যেমন-তেমন জীবন যাপিয়া যাইবার জন্য তুমি আস নাই ! অতীত কালে বহু রমণী নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান

করিয়াছে এবং নিজেদের আচরণের দ্বারা সমগ্র নারী-সমাজের জন্য নিন্দা ও অপবাদ কুড়াইয়াছে,—তুমি তাহাদের মত জীবন-যাপন করিতে আস নাই। নারীজাতি সম্বন্ধে যত কুৎসা-রটনা যত জন ইতঃপূর্ব্বে করিয়াছে, তোমাদের জীবনের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তের দ্বারা সেই সকল অপবাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইবে। এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ন্যস্ত রাখিয়া প্রতি পদক্ষেপে প্রতিক্ষণে মহাযত্নে আত্মগঠন করিবে।

আমি এক নূতন পৃথিবী গড়িতে চাই, এক নূতন সমাজ পত্তন করিতে চাই, এক নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে চাই। সেই পৃথিবীতে সেই সমাজে, সেই জাতিতে নারীরা এক অভূতপূর্ব্ব স্থানের অধিকারিণী হইবেন। চরিত্রে ও মধুরতায়, সতীত্বে ও স্বাধীনতায়, সংযমে ও নির্ভীকতায়, আত্মদমনে ও আত্মোৎকর্ষে তাঁহারা অদ্বিতীয়া হইবেন। সেই সমাজের সৃষ্টিকার্য্যে তোমরা প্রত্যেকে যে আমার কত বড় সহায়তাকারিণী হইবে, শুধু এই কথাটুকু যদি অনুক্ষণ স্মরণে রাখ, তবেই যথেষ্ট হইবে মনে করি। * * *

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চদশ পত্র

জয়তু জগন্মাতা

পতেঙ্গা সমুদ্রতীর, চট্টগ্রাম
২৯শে মাঘ, ১৩৪৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, * * * আমার চিঠির কথা তোমার মাকে বলিয়াছ এবং আমার পত্র তোমার বাবাকে দেখাইয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। কোথাও আমি পিতামাতাকে না জানাইয়া কোনও মেয়ের কাছে পত্র লিখি না। এটা আমার একটা নিয়ম। এই নিয়মটী কঠোরতার সহিত পালন না করিলে, সমাজের ভিতরে আমি যে সামান্য কাজটুকু করিতে পারিয়াছি বলিয়া লোকে মনে করে, তাহার অধিকাংশই করিতে পারিতাম না এবং আমার উদ্দেশ্য যতই মহৎ হউক, সিদ্ধি-পথে পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা উপস্থিত হইত। তোমাদিগেকে ত' আমি মাতৃ-দৃষ্টিতে দেখি। তোমাদের কথা ভাবিতে সর্ব্বদা আমার স্মৃতিতে জাগে আমার গর্ভধারিণী জননীর কুমারী-কালের প্রতিচ্ছবি,—তোমাদের মুখকান্তিতে আমার মাতৃকান্তিই অপূর্ব্ব বিভায় বিকাশিত হইয়া উঠিতেছে। তবু আমি এই নিয়ম পালন করি। সুতরাং বুঝিতেই পার মা, মেয়েদের সহিত পুরুষেরা গোপনে পত্র-ব্যবহার করিলে আমি তাহা কিরূপ দোষের ব্যাপার বলিয়া মনে করি।

জগতে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা আমার চেয়ে উচ্চ ও মহৎ। তাঁহারাও একটী মেয়ের নিকটে গোপনে পত্র লিখিবেন না, কারণ শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা এমন ভাবেই সর্ব্বদা চলেন, যেরূপ ভাবে চলিলে তাঁহাদের আচরণ নির্ব্বিচারে অনুকরণ করিতে গিয়া সাধারণ লোকেরা নিজেরা বিপন্ন না হয় বা অপরকে বিপদে না ফেলে। আবার জগতে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট লোকও দৈবাৎ দুই একজন থাকিতে পারেন। তাঁহাদের পক্ষে ত' গোপনে কোনও মেয়ের সঙ্গে পত্রাদির বিনিময় করা নিতান্তই অনুচিত।

আমি আশা করি, তুমিও গোপনে কোনও পুরুষের নিকটে পত্রাদি লেখা কখনও উচিত কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিবে না এবং যে কার্য্য অনুচিত বলিয়া বুঝিবে, প্রাণান্তেও তাহা করিবে না।

তোমার যখন যে বিষয় লিখিবার হয়, নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে লিখিও। তোমাকে আমার জননীর কুমারী-জীবনের প্রতিনিধি-জ্ঞানে যতটুকু পারি, আমি যথাশক্তি তোমার সেবা করিব।

ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে মানব-জীবনে শ্লাঘ্যতর কাজ আর কিছু হইতে পারে না। ভগবানের কথা ভাবার চেয়ে মানুষের আর শ্রেষ্ঠতর চিন্তা অপর কিছু নাই। ভগবানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার তুলনায় জীবনের অপর কোনও সার্থকতাই সার্থকতা নহে। ইহা সত্য, ধ্রুব সত্য, অভ্রান্ত সত্য।

কুমারীর পবিত্রতা

তোমার দেহ ও ইন্দ্রিয়-নিচয়ের এখন বিকাশ ঘটিতেছে। ইহাই ভগবানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিবার প্রকৃত সুযোগ। শরীরের অভ্যন্তরে কত কি কলকব্জা যন্ত্রপাতি নিত্য নূতন রসে, শরীরকে পূর্ণ করিতেছে,—সেই রসের ক্রিয়া সমগ্র শরীরে নূতন তেজ, নূতন দীপ্তি, নূতন সৌন্দর্য্য, নূতন লাবণ্য প্রদান করিতেছে। ভগবান্ যেন তোমাকে প্রতিক্ষণে দেহমনের নানা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব শিহরণ ও অনুভূতির মধ্য দিয়া বারংবার স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিতেছেন, তুমি তাঁর আর তিনি তোমার। মনের সকল অভিনব অবস্থা ও দেহের সকল অজ্ঞাতপূর্ব্ব রূপান্তর তোমাকে শুধু স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিতেছে,—যিনি পরমপ্রেমময়, তুমি তাঁর; যিনি পরমসুখময়, তুমি তাঁর; যিনি পরমশোভাময়, তুমি তাঁর। বয়সের ধর্ম্মে শরীরের পরিবর্ত্তন, বাহিরে ও ভিতরে, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতে, অবিরাম ঘটিতেছে ও ঘটিবেই। কারণ, যিনি চির-বৈচিত্র্যময়, তুমি তাঁর। চিত্তের ধর্ম্মে মনের নানাপ্রকার আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন ঘটিতেছে, নানা ভাবের আবেশে তোমাকে যেন মাতোয়ারা করিতে চাহিতেছে, কারণ, যিনি চিরবিকাশশীল, তুমি তাঁর। তোমার এই যৌবন সঞ্চারণার প্রত্যেকটী নিঃশব্দ পদভঙ্গীর মধ্য দিয়া অনুক্ষণ অনুভব করিতে চেষ্টা কর মা, তুমি সসীমের নহ, ক্ষণভঙ্গুরের নহ, নশ্বরের নহ। শুভাশীষ জানিও। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষোড়শ পত্র

জয়মা পতেঙ্গা-সমুদ্রতীর, চট্টগ্রাম

৩০শে মাঘ, ১৩৪৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, * * * তোমার পত্রে তোমার অন্তরের যে সরলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই আমাকে অধিকতর মুগ্ধ করিয়াছে। পবিত্রতার সহিত সরলতার নিত্য সম্বন্ধ। যে যত পবিত্র, সে তত সরল। এই সরলতা তাহাকে অভ্যাসের বলে আয়ত্ত করিতে হয় না, তার পবিত্র স্বভাবই সরলতা-রূপে আপনি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। ভারতের সবগুলি মেয়ে কবে পবিত্রতায়, সরলতায় অনবদ্য হইবে, আমি অনুদিন সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় কাটাইতেছি।

লিখিয়াছ,—"পবিত্রতা রক্ষার উপদেশে যে এত মাধুর্য্য, মহৎ জীবনের কল্পনায় যে এত আনন্দ রহিয়াছে, তাহা আগে জানিতাম না।" কিন্তু মা, বাস্তবিকই আগে তাহা জানিতে। পূর্ণ না হউক, অংশতও জানিতে। যাহার কিছুই তোমার জানা নাই, তাহাকে পূর্ণরূপে জানা যায় না। জন্মমাত্রেই জ্ঞান ভগবন্নির্দ্দিষ্ট বিধানে তোমাতে ছিল, বাহিরের ঘটনা ও অবস্থা-সমূহ সেই জ্ঞানের উন্মেষে মাত্র সহায়তা করিয়াছে। অল্প হইলেও তুমি জানিতে যে, পবিত্রতার ভিতরে মধুরতা আছে, মহৎ জীবনের ভিতরে আনন্দ আছে। প্রত্যেক মেয়ের ভিতরে

সেই জ্ঞান সূক্ষ্মভাবে হইলেও আছে। কিন্তু কুশিক্ষা, কুসঙ্গ ও কুসংস্কার তাহার এই মধুময় জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে।

যাহারা তোমার পত্র দেখিলে ঠাট্টা করে, তাহাদিগকে দেখাইবে না। যাহারা জীবনের উন্নত কল্পনাকে বিদ্রূপ করে, তাহারা জীবনের উন্নতিরও বিরুদ্ধতাই করে। তাহাদের সমক্ষে জীবনের উচ্চ কল্পনাগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া না ধরাই মঙ্গল-জনক। * * * শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। † ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

সপ্তদশ পত্র

শ্রীগুরু অখণ্ড

পতেঙ্গা-সমুদ্রতীর, চট্টগ্রাম

১২ই ফাল্গুন, ১৩৪৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, * * * নারী-জীবনে লজ্জার আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে আমি তোমাকে লিখিয়াছি যত, মৌখিক বলিয়াছি তার শত গুণ। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় কথাগুলি আজ পর্য্যন্ত হয়ত কেহ মেয়েদের শুনাইবার ভালমত

† এই পত্রের শেষ অংশে এমন অনেকগুলি কথা ছিল, যাহা বিশেষ উপদেশমূলক হইলেও কুমারীজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কান্বিত নহে। এই জন্য সেই অংশটুকু গ্রন্থান্তরে সন্নিবেশনের জন্য পৃথক্ করিয়া নেওয়া হইয়াছে।

কোনও চেষ্টাই করেন নাই। যে কথা তোমাদের শুনান আবশ্যক, সেই কথা তোমাদিগকে না শুনাইয়া আমরা সভাস্থলে শুধু আমাদের প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র-রচয়িতাদের উর্দ্ধতন পুরুষদের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছি।

অদ্য তোমাদের পত্রখানা পাইবার পরে পুরাতন একখানা খবরের কাগজের টুকরা বাহির করিলাম। মাঘ মাসের ১৯ তারিখে বিলাত হইতে বেতারে ভারতবর্ষে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, এবার শৌর্য্য-বীর্য্য প্রদর্শনের জন্য যে সকল ব্যক্তিকে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক সম্মানসূচক উপাধি বা পদক দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে হায়দ্রাবাদের বেগম আস্রাফ-উন্নিসার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংবাদ-পত্র-সমূহে এই সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম নিম্নরূপ।

কিছুকাল পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদের এক সিনেমা-গৃহে আগুন লাগে। বেগম আস্রাফউন্নিসাও ঐ দিন সিনেমা দেখিতে গিয়াছিলেন। ৪৪ জন স্ত্রীলোক ও শিশু সহ বেগম আস্রাফ-উন্নিসা পর্দ্দাঘেরা অলিন্দে বসিয়া ছবি দেখিতেছিলেন! এমন সময়ে আগুন লাগে। দুইটী প্রবেশ-পথেই আগুন জ্বলিয়া ওঠায় বাহির হইবার পথ বন্ধ হইয়া যায়। সকলেই অলিন্দের সম্মুখ ভাগে ভিড় করিতে থাকে, লাফ দিয়া নীচে পড়া ব্যতীত তাহাদের প্রাণরক্ষার কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু লাফ দিয়া পড়া সকলের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। বেগম আস্রাফ-

উন্নিসা এই মহাবিপদের সময়ে এক আশ্চর্য্য সংসাহস ও প্রত্যুৎ-পন্নমতিত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের অসূর্য্যম্পশ্যা পর্দ্দানসীন মহিলা হইলেও তৎক্ষণাৎ উলঙ্গ হইয়া পরিধেয় সাড়ী খুলিয়া ফেলিলেন এবং সাড়ীটি অলিন্দের রেলিংএ বাঁধিয়া নীচের দিকে ঝুলাইয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে পাঁচ জন স্ত্রীলোক ঐ শাড়ী ধরিয়া নিরাপদে নীচে নামিতে সমর্থা হইলেন। বেগম আস্রাফউন্নিসা নামিবার পূর্ব্বেই আগুন এত দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিল যে, তিনি আর শাড়ী ধরিয়া নামিতে না পারিয়া লাফ দিয়াই নীচে নামিলেন এবং ফলে কিঞ্চিৎ আহতও হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। প্রয়োজনকালে লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া তিনি নিজেও বাঁচিলেন, অপরকেও বাঁচাইলেন। এরূপ স্থলে লজ্জাহীনতা পুরস্কার পাইবার যোগ্য।

লজ্জা স্ত্রীলোকের ভুষণ, আবার লজ্জা স্ত্রীলোকের বিপদও বটে। নির্লজ্জতা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিন্দাজনক, আবার স্থল-বিশেষে প্রশংসারও জিনিষ বটে। যে লজ্জা তোমাকে পাপ হইতে দূরে রাখিবে, তাহা তোমার ভুষণ। যে লজ্জা তোমাকে আত্মরক্ষায় ও সমাজরক্ষায় অপটু করিবে, তাহা তোমার বিপদের বার্ত্তা-বাহিনী। যে নির্লজ্জতা তোমাকে অসংযত উচ্ছৃঙ্খল করিবে, তাহা তোমার পক্ষে নিন্দাজনক। যে নির্লজ্জতা তোমার আত্মরক্ষায় সাহায্য করিবে, সমাজরক্ষায়

সাহায্য করিবে, সেই নির্লজ্জতা প্রশংসাজনক। লজ্জার সুযোগ নিয়া যখন পুরুষেরা মেয়েদিগকে হাতের ক্রীড়নক ও কামের ক্রীতদাস করিতে চাহে, তখন লজ্জা পরিত্যাজ্য। লজ্জাহীনতার সুযোগ লইয়া যখন পুরুষেরা মেয়েদিগকে পাপ, প্রলোভন, ভোগ ও বিলাসিতার দিকে টানিয়া নিতে চেষ্টা করিবে, তখন লজ্জা পরিহার করাই বিপজ্জনক। * * *

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

অষ্টাদশ পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম

২১শে আষাঢ়, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, দেহ মন প্রাণ পবিত্র রাখিবে, ইহাই তোমার ব্রত হউক। যে যত পবিত্র, সে তত মহৎ। যে সমাজের মেয়েরা যত অধিক চরিত্রবতী, সেই সমাজের ভবিষ্যৎ তত উজ্জ্বল। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ঊনবিংশ পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম

২৯শে আষাঢ়, ১৩৪৪

(সংস্কৃতে লিখিত পত্রের বঙ্গানুবাদ)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের কন্যা, * * * সমগ্র জগতের মাতৃস্থানীয়া হও। সকল পুরুষদিগকে নিজের পুত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া মায়ের ন্যায় তাহাদের সকলের উপরে কামগন্ধবিরহিত সুপবিত্র স্নেহ বিতরণ কর। যে স্নেহে ভেজাল নাই, মলিনতা নাই, সেই স্নেহের মহান্ প্রভাবে জগৎকে আকৃষ্ট ও অভিভূত কর। নিজের সুখ বা আত্মেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। যেন ক্ষণকালের জন্যও মনের মধ্যে ভোগবুদ্ধি স্থান পাইতে না পারে, তজ্জন্য অনুক্ষণ দৃঢ়তার সহিত আত্ম-বিশ্লেষণ ও পরমাত্মধ্যান কর। আধুনিকা বালিকাদের মধ্যে যে সকল নিন্দনীয় চপলতা দেখা যায়, তোমার ভিতরেও যদি তাহাদের কোনও ক্ষুদ্রাংশ মাত্র থাকিয়া থাকে, তবে হৃদয়-প্রদেশ হইতে তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত কর। বিশ্বাস রাখ, তোমার জীবন-লক্ষ্য অপর সাধারণ বালিকাদের জীবন-লক্ষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইবেই। তোমার যদি কণামাত্রও অধোগতি হয়, তবে জানিও, তাহা শুধু তোমারই অধোগতি

নহে, উহা তোমার দেশের, তোমার দশের ও তোমার জগতের অধোগতি। তোমার তিলমাত্র পদস্খলনও আমার পক্ষে বজ্রাঘাততুল্য অসহ্য-দুঃখদ হইবে। যাহাতে তোমার দৈহিক, মানসিক বা আত্মিক কোনও প্রকার অধঃপতনই না ঘটিতে পারে, তাহার জন্য আমি অবিরাম আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। বাক্যে তুমি পবিত্র হও, চিন্তায় তুমি পবিত্র হও, ব্যবহারে তুমি পবিত্র হও। পবিত্রতাই ঈশ্বরতা। পবিত্রতাই অমরতা। পবিত্রতাই সর্ব্বপুণ্যের পুণ্য। তীর্থযাত্রার কি ফল?—পবিত্রতা। গঙ্গাস্নানের কি ফল?—পবিত্রতা। সাধুসঙ্গের কি ফল? —পবিত্রতা। শাস্ত্রপাঠের কি ফল?—পবিত্রতা। যদি পবিত্রতা না উপজাত হইল, তাহা হইলে তীর্থযাত্রা, গঙ্গাস্নান, সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ সবই বৃথা হইয়া যায়। কুমারীর শ্রেষ্ঠ তপস্যাই পবিত্রতা।

দেহতঃ আমার একটী কন্যাও নাই, পরন্তু ধর্ম্মতঃ আমি বহু কন্যার পিতা। ইহাদের আমি ধর্ম্মতঃ পিতা বলিয়াই ইহাদিগকে সর্ব্বদা ধর্ম্মশীলা দেখিতে চাহি। আমি চাহি ইহারা পবিত্রতা পরিরক্ষণ করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থা হউক। * * *

শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

বিংশ পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

তোমাদের দেহ পবিত্র হউক, মন নির্ম্মল হউক, প্রাণ উজ্জ্বল হউক, চিত্ত নিষ্কল হউক, অস্তিত্ব স্বচ্ছ হউক, অবিরাম এই আমি আশীর্ব্বাদ করি। কুমারীর চেয়ে পবিত্র বস্তু বোধ হয় জগতে কিছু নাই। কুমারীর মত সুন্দর শুভ্র বস্তু বুঝি ত্রিভুবন খুঁজিয়া পাই নাই। তোমাদের পবিত্রতায় তোমরা বিশাল হও, মহিমান্বিতা হও, অপরূপা হও, পুনরপি আমার এই আশীর্ব্বাদ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

একবিংশ পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা পুষ্প, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। নামটী তোমার পুষ্প, মনেও রাখিতে হইবে যে, পুষ্পেরই মত তোমার জীবন দেবপূজায় লাগিয়াই যেন সার্থক হয়।

দেবতারও দেবতা সর্ব্বদেব-মহেশ্বর যিনি, তিনিই তোমার একমাত্র লক্ষ্য বস্তু হউন। ছোটর দিকে দৃষ্টি দিও না, নীচের দিকে লুব্ধ-নেত্রে কখনও তাকাইও না। আকাশে ধ্রুবনক্ষত্র যেমন একটীই থাকে, তোমারও জীবন-লক্ষ্য তেমন একটীই হইবে। যাঁর দিকে তাকাইলে দেহ-মন-প্রাণ পবিত্রতায় ভরিয়া যায়, তিনিই তোমার লক্ষ্য হউন।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

দ্বাবিংশ পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমার পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মধুর কবিতায় গ্রথিত পত্রখানা পাইয়া সুখী হইলাম। নিত্য প্রেম যাহার লক্ষ্য, অনিত্য কাম তাহার পবিত্র মনকে স্পর্শও করিতে পারে না। "আমি কাম-গন্ধ-বিরহিত হইব", এই চিন্তা করা অপেক্ষা "আমি প্রেমমাধুর্য্যশালিনী হইব", এই চিন্তা অধিকতর দ্রুত পবিত্রতাসাধনে তোমার সাহায্য করিবে। প্রেমের প্রকাশের স্থান শুদ্ধ স্বচ্ছ নির্ম্মল হৃদয়ে, দেহেও নহে,

অশুদ্ধ হৃদয়েও নহে। প্রেমের সহিত পবিত্রতার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। প্রেম পবিত্রতায় বাড়ে, পবিত্রতা প্রেমে বাড়ে।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

ত্রয়োবিংশ পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৭।৪।৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—স্ফুটনোন্মুখ পুষ্পকোরকের মত অর্ধবিকশিত জীবন তোমার লক্ষ্য রাখুক শ্রীভগবানের পবিত্র চরণের দিকে। তোমার পবিত্রতা তোমাকে তাঁর পূজার অঞ্জলি হইবার যোগ্য করুক। শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ—

চতুর্বিংশ পত্র

ওঙ্কার গুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
(তারিখ নাই)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমার পত্রখানা অনেক দিন হয় পাইয়াছি। অবসর পাই নাই বলিয়া উত্তর দিতে দেরী হইল। আমি

তোমাকে যাহা যাহা বলিয়া আসিয়াছিলাম, প্রত্যেকটী কথা তোমার অন্তরে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আরও আনন্দিত হইয়াছি এই কথা শুনিয়া যে, তুমি আমার বাক্যের প্রত্যেকটা অক্ষর পালনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছ। সদ্‌বাক্য যে শ্রদ্ধার সহিত শোনে, সে প্রশংসার পাত্র। সদ্‌বাক্য যে নিষ্ঠার সহিত পালন করে, সে পূজার যোগ্য। পবিত্রতার বাণী তুমি কাণ পাতিয়া শুনিয়াছ, পবিত্রতার জীবন তুমি প্রাণপণ যত্নে যাপন করিতে চেষ্টাবতী হইয়াছ। ভগবানের অশেষ আশীর্ব্বাদের তুমি পাত্রী হইয়াছ।

হাঁ মা, আমি তোমাকে মনে রাখিব। পবিত্রতার চিন্তা-দ্বারা তুমি তোমার জীবনকে সমগ্র বিশ্বের স্মরণীয় কর। নারীকে ভারতবর্ষ নরকের দ্বার বলিয়া গালি দিয়াছে। এই নারীকে জগজ্জননীর সাক্ষাৎ বিগ্রহ বলিয়া পূজাও করিয়াছে। যে নারী পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিতা, ভারতের মাটীতে জন্মলাভ করিয়া প্রত্যেক পুরুষ তাহাকে নিজের মা-টী বলিয়াই পূজা করিবে। তুমি সেই পূজা পাইবার যোগ্যা হও।

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চবিংশ পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
১১ ভাদ্র, ১৩৪৪

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, * * * তোমার পথ তপস্যার পথ। সেই পথে বিদ্যার্জ্জন,—A, B, C, D'র জ্ঞান না হইলেও চলে। তোমার চরিত্র, ভক্তি, কর্ম্মকুশলতাই তোমাকে জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যপালনের যোগ্যা করিবে, তোমাকে ভগবানের প্রিয় করিবে। জগতের যত জনের উপরে জগদুদ্ধারের আধ্যাত্মিক দায়িত্ব পড়িয়াছে, ডি-এস্ সি পি এইচ্-ডি বা পি-আর-এস্ হইবার সুযোগ বা প্রয়োজন তাঁহাদের অতি অল্পই হইয়াছে। কেহ পশু পালিতেন, কেহ লবণ বেচিতেন, কেহ গোমস্তাগিরি করিতেন, কেহ বা কাঠ চিরিতেন, কেহ ছিলেন পূজারী, কেহ ছিলেন লোকদৃষ্টিতে পাগল। তবে,—যুগ বুঝিয়া বিদ্যার্জ্জন ব্যক্তিগতভাবে খুবই আবশ্যকীয় বটে।

সাহস হারাইও না। শত বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়াও তোমাকে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে হইবে এবং তুমি জয়ী হইতে পারিবেও সুনিশ্চিত। ধ্যান ও নামজপ দিয়া মনের যে অভিনিবেশ-ক্ষমতা আসিবে, তাহা তোমার বিদ্যার্জ্জনের সহায়তা করিবে। চিরকাল তুমি শেষ রাত্রে উঠিয়া ধ্যানজপ

করিয়া আসিতেছ। এখনও তাহা করিয়া যাও। এমন সদভ্যাস ছাড়িও না।

আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তোমার প্রতি তোমার অসংখ্য গুরুভ্রাতা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধাশীলতার কারণ ইহারা নিজেরাও জানে না। তুমি হয়ত মনে করিবে যে, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই সকলে তোমাকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তাহা নহে। আমার প্রিয় তোমরা সকলেই, কারণ সূর্য্যরশ্মি সকলের গৃহেই পতিত হয়। আমার অত্যন্ত প্রিয় আরও অনেকে আছে, যাহাদিগকে কেহ শ্রদ্ধা করে না। কারণ, তাহারা সাধন করে না। তোমার প্রতি সকলের শ্রদ্ধার কারণ তোমার সাধনানুরাগ। গোপনেও যে ভগবৎ-সাধন করে, অজ্ঞাতসারে জগৎ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। শত সহস্র বার এই সত্য সহস্র সহস্র জীবনে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। তুমি অল্প কর আর বেশী কর, সাধন কর, এই জন্যই লোকে তোমাকে এত শ্রদ্ধা করে। সূর্য্যালোক সকলের বাড়ীতেই পড়ে, কিন্তু যার বাড়িতে অর্থ নাই, তার বাড়িতে লোকজন যায় না।

লোকের শ্রদ্ধা কেহ কৌশল করিয়া লাভ করিতে পারে না, গায়ের জোরেও নহে। অপথ অবলম্বন করিয়া কখনও সিদ্ধি অর্জ্জন সম্ভব নহে। তোমার জীবনে নিষ্ঠা, সততা, পবিত্রতা, সরলতা, অকুতোভয়তা যদি ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলে, আপনিই

সমগ্র জগৎ তোমার পায়ের তলায় আসিয়া লুণ্ঠিত হইবে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। ইহা প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই।

আমি জানি, লোকের শ্রদ্ধা বা পূজা লাভের লোভ তোমার নাই। থাকা উচিতও নহে। যে সকল সদ্‌গুণ তোমার মধ্যে তোমার বিধাতা আপনিই দিয়া রাখিয়াছেন, সেইগুলিকে নিরভিমান ভাবে বৰ্দ্ধিত করিতে থাক। ফলে আপনা-আপনিই শ্রদ্ধা জাগরিতা হইবে, অর্চ্চনার কুসুমাঞ্জলি স্তূপীকৃত হইবে।

যে উপদেশ তোমাকে আমি শতবার দিয়াছি, সহস্রবার দিয়াছি, সেই উপদেশই আজ পুনরায় দিব। যে সব মেয়েদের অনেক ছেলেদের সঙ্গে কৰ্ত্তব্যের অনুরোধে মিশিতে হয়, তাহাদিগকে কোনও ছেলেকে ভাই, কোনও ছেলেকে দাদা বলিয়া ডাকিতে হয়। কিন্তু মনের ভাবটী থাকিবে মায়ের মত, অন্তর দিয়া অনুভব করিবে যে, ইহারা তোমার সন্তান, তোমার নিজের ছেলে। তুমি ইহাদের দিদি বা বোন্ মাত্র এইটুকু অনুভূতি অন্তরে রাখিয়া তোমার বিশাল কৰ্ত্তব্যকে পালনের উপযুক্ততা তুমি আহরণ করিতে পারিবে না। জানিতে হইবে, তুমি ইহাদের মাতা, ইহাদের জননী, ইহাদের গর্ভধারিণী, ইহাদের স্তন্যরসপ্রদায়িনী, ইহাদের জীবন-বিধায়িনী। জানিতে হইবে, তোমার আবাল্য কৌমার্য্যের মহিমা তোমাকে সর্ব্বতো-

ভাবে ইহাদের প্রত্যেকের মাতৃত্বে অভিষিক্ত করিয়াছে এবং প্রণয় নহে, ভালবাসা নহে, মায়ের হৃদয়ের পবিত্র স্নেহই তোমার নিকটে ইহাদের প্রাপ্য। মায়ের বুকের স্নেহই ইহাদের জীবনকে শত পাপ হইতে পুণ্যের দিকে, শত তাপ হইতে শান্তির দিকে, শত বিক্ষেপ হইতে সত্যাভিনিবেশের দিকে, শত হলাহল হইতে অমৃতের দিকে, শত লালসা হইতে নিষ্কামতার দিকে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইবে। বাহিরের সামাজিক সম্পর্কে তুমি যাহার সম্পর্কে যাহাই হও, ভিতরের সম্পর্কে অর্থাৎ প্রকৃত সম্পর্কে তুমি ইহাদের মা, ইহারা তোমার সন্তান, ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় ভাব কিছু থাকিতে পারে না।

একটী মেয়ে আমাকে আজকাল চিঠিতে লিখিয়া থাকে যে, নিজেকে মা ভাবিয়া নারী যত স্নেহশীলা হইতে পারে, তার চেয়ে নাকি শ্রেষ্ঠ একটা ভাব আছে। এই সব উক্তি মেয়েটীর আধুনিক শিক্ষার ফল ছাড়া আর কিছুই নহে। মায়ের মত নিঃস্বার্থ জগতে কে হইবে? আর, মা ব্যতীত আর কে আছে যে শত শত সন্তানের প্রাণের ক্ষুধা মিটাইয়া সমভাবে স্নেহ দিতে পারে? তুমি অনুক্ষণ নিজের অন্তরের ভিতরে তোমার সহজাত মাতৃভাবকে ক্রমবিবর্দ্ধমান করিতে থাক। তোমার প্রথম সাধনা ভগবদ্ধ্যান—দ্বিতীয় সাধনা ইহা।

ছেলেদের আমি উপদেশ দিয়া থাকি, প্রত্যেক মেয়েকে নিজ মায়ের মত দেখ। এই উপদেশে যে সব ছেলে বিরক্ত

হয়, তাহাদের মনে পাপ আছে, তাহাদের মাথায় রোগ আছে। প্রত্যেক মেয়েকে আমি উপদেশ দেই, ছেলেদের নিজ সন্তানের মত দেখ। এই উপদেশে খুব কম মেয়েই বিরক্ত হয়, কারণ এখনও ভারত হইতে মেয়েদের স্বাভাবিক মাতৃত্ব-মহিমা লুপ্ত হয় নাই। আমি যে নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে চাহি, সেই জগতে হয়ত আমার এই রোগক্লিষ্ট শ্রমক্লান্ত জড় দেহটা না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার সৃষ্ট জগতে নারীমাত্রেই পুরুষ জাতির মাতৃস্বরূপিণী হইবে, পুরুষমাত্রেই নারীজাতির পুত্রস্বরূপ হইবে।

তোমাদের দিয়া আমার পবিত্রতার সুখস্বপ্ন সার্থক হউক। আবাল্য আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই স্বপ্নের জগতের রঙ্গীন উষা তোমরা।

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষড়্‌বিংশ পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম

১২ই ভাদ্র, ১৩৪৪

(সংস্কৃতে লিখিত পত্রের বঙ্গানুবাদ)

কল্যাণীয়া কন্যা ঃ—

গতকল্যকার পত্রে তোমাকে বলিয়াছি যে, তোমার পথ ত্যাগের পথ, তপস্যার পথ, সাধনার পথ, আত্মোপলব্ধির পথ,

সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মোৎকর্ষের পথ,—ভোগের নহে, লালসার নহে, বাসনার নহে, ইন্দ্রিয়-সেবার নহে। মানবজীবন ক্ষণভঙ্গুর, জলের মত চঞ্চল, বায়ুর মত অস্থির, তৃণের মত ক্ষুদ্র, মেঘের মত পরিবর্ত্তনশীল। এই জীবনের কি সার্থকতা, যদি সমগ্র জীবনের বিনিময়েও কোনও সত্যই অর্জ্জিত না হইল? কতকগুলি পুরুষ এবং নারী বৃথাই মনে করিয়া থাকে যে, মানব-জীবন ভোগসুখেরই জন্য, পশুর ন্যায় যে-কোনও প্রকারে ইন্দ্রিয়ের সুখ-সম্পাদনের জন্যই বিধাতা সকলকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। একথা সত্য যে, প্রত্যেকের ভ্রান্তি একযোগে কেহ দূর করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন না, কিন্তু সত্যে, ধর্ম্মে, চরিত্রে ও সংযমে তোমার এমন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা থাকা চাই যেন, বৃথা চাপল্যে তোমার জীবন-সাধনা কোনও প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে পারে। চতুর্দ্দিকের সকল বালিকা যদিও অজ্ঞত্ববশাৎ কাম কথা কহে, কামালোচনা করে, কামচর্চ্চা ভালবাসে, তথাপি তোমার মত কোনও বালিকা কখনও জীবনের মূল্য কমাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-সুখভোগের আলোচনা জীবনের মূল্য ও মর্য্যাদা কমাইয়া দেয়। মানুষের মনুষ্যত্ব ইন্দ্রিয়রাজ্যের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়রাজ্যে মানুষের পশুভাবের প্রবলতা ঘটে। যাহারা ইন্দ্রিয়সেবাকেই পরম মোক্ষ বলিয়া জ্ঞান করে, এই কারণে তাহারা পশুলোকেই প্রবেশ করে।

দেহের প্রয়োজন আছে। দেহের যত্নেরও প্রয়োজন আছে।

কিন্তু দেহসুখের জন্য দেহের যত্ন মানবীয় দেবভাবের অধোদেশে অবস্থান করে। দেহের সহায়ে আত্মোৎকর্ষ বিধানের চেষ্টাই করণীয়। এই জন্যই দেহের এত সমাদর। দেহের কার্য্য পরিচালনের জন্যই ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। এই জ্ঞান যার সর্ব্বদা মনে জাগরূক থাকে, তাহার কখনও ইন্দ্রিয়চপলতা হইতে পারে না। মানুষ কেন ইন্দ্রিয়ের দাস হইবে ? ইন্দ্রিয়েরাই মানুষের দাস হউক।

কখনও দুর্ব্বলা হইও না। চিত্তের সাহস বিসর্জ্জন দিও না। পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর, মানবজীবনের পূর্ণ সার্থকতা যে-কোনও প্রকারে তোমাকে অবশ্যই অর্জ্জন করিতে হইবে। সহস্র বিঘ্নে উদাসীন হও, উপেক্ষাপরায়ণা হও,—নিজ লক্ষ্যপথে দৃঢ়চরণে অগ্রমুখিনী হও। স্বীকার করি, হয়ত আধুনিক কতক কুমারীরা কুমারী-ধর্ম্ম যথাযথ পালন করিবার জন্য যথা-শক্তি যত্নবতী নহে। হয়ত অনেক বালিকাই অভিভাবকের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া ভুল পথে চলিতেছে। স্বীকার করি, ইহাদের সহিতই একত্র থাকিতে বাধ্য হইয়া জীবন-গঠন সুকঠিন এবং ইহাদের সংসর্গ প্রায়শই আত্মোন্নতি-বিধায়ক হয় না। তথাপি আমি বলিতেছি, হে পুত্রী, কুসঙ্গের সকল দোষ-ত্রুটী-বিচ্যুতিকে পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া নিজ চরিত্রপ্রভাবেই নিজের পবিত্রতা, মধুরতা ও মহিমা রক্ষা কর।

দেশের নৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবেই। অদ্য যে

অবস্থা দেখা যাইতেছে, কাল তাহার রূপান্তর হইবে। বর্ষার ঘোলা জলও শরতে স্বচ্ছ হইবে। যদি আজ অসংখ্য কুমারী সত্যই কৌমার্য্যের মহিমা সম্বন্ধে অজ্ঞ, উদাসীনা, উপেক্ষাশীলা, বিদ্রূপপরায়ণা বা নিন্দাকারিণী হইয়াও থাকে, তথাপি অসংখ্য চরিত্রবতী, আদর্শবতী, সংযমবতী ও ত্যাগবতী কুমারীর আত্ম-বিসর্জ্জন হইতে নূতন এক জগৎ দ্রুতই আবির্ভূত হইবে। আমার বাক্যে বিশ্বাস কর, আমার সুগভীর বিশ্বাসে আস্থা ন্যস্ত কর। তোমারও জীবনাহুতির প্রয়োজন পড়িবে। তোমারই মতন যে কতিপয় দুর্ল্লভা কুমারী দেশমধ্যে আছে, তাহাদের সকলের আত্মদানের প্রয়োজন পড়িবে।

আত্মদানের জন্য যে সকল বালিকা জীবন ধারণ করে, তাহাদের জীবন-গঠন-প্রণালী কখনও ভোগসুখলুব্ধা বালিকা-দের আচরণকে অনুসরণ করিবে না। পার্থক্য থাকিবেই। চিন্তা কর সহস্রবার,—কি তোমার পন্থা, কি তোমার গতি, কি তোমার লক্ষ্য, কে তোমার আদর্শদাতা। বারংবার মনে বিচার কর, তুমি কি তৃণবৎ ভোগের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে না, সমুদ্রের তরঙ্গতাড়নেও গিরিশৃঙ্গমালা যেমন স্থির ও অচল থাকে, তুমিও তেমন থাকিবে? * * * ইহারা যখন বাজে বিষয়ে উৎসাহ-চপলা হইবে, তুমি তখন থাকিও প্রস্তরের ন্যায় কঠিনা অনমনীয়া, ইহারা যখন সদ্‌বিষয়ে থাকিবে নিদ্রিত, তুমি তখন থাকিও উন্মীলিত-নয়না, উন্নিদ্রা। নিজের চরিত্রের

পার্থক্য নিজে রক্ষা করিয়া চলিও। অসামাজিক বলিয়া কেহ অপবাদ দিবে ত' দিক্। গ্রাহ্য করিও না।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

সপ্তবিংশ পত্র

হরি ওম্

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৩ই ভাদ্র, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু :—

(সংস্কৃতে লিখিত পত্রের বঙ্গানুবাদ)

স্নেহের কন্যা, কল্যও তোমাকে একখানা পত্র পাঠাইয়াছি। পত্র পাইতে ভালবাস, আমারও লিখিতেই ইচ্ছা করিতেছে। তোমার স্কন্ধের উপর পরমাত্মার এবং জগতের সেবার জন্য যে কত বড় দায়িত্ব-ভার অর্পিত রহিয়াছে, তাহা কখনও ভুলিও না এবং বিশ্বাস করিও যে, তুমি তোমার কর্ত্তব্য-সমূহ কৃতিত্বের সহিত উদযাপন করিতে সম্পূর্ণরূপেই সুসমর্থা।

ভারতের নারী-সমাজে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন যে তোমাকে আনিতে হইবে, অন্ততঃ পক্ষে সেই চেষ্টাতেই জীবনদান যে তোমার ব্রত, ইহা কখনও ভুলিতে চাহিও না। * * * তোমার চরিত্র তোমাকে সকলের বিশ্বাসের পাত্রী করুক, আস্থার আধার করুক, শ্রদ্ধার বিগ্রহ করুক, পূজার

প্রতিমা করুক। তোমার একনিষ্ঠা, তোমার ত্যাগ, তোমার চারিত্রিক সুন্দরতা, তোমার অনমনীয় ধর্ম্মিষ্ঠতা, তোমার নৈতিক বল, তোমার আত্মিক শক্তি সকলের অন্তরে তোমাকে মাতার ন্যায় পূজিতা করুক, দেবতার ন্যায় আরাধিতা করুক।

ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর আচরণ প্রকৃতই সর্ব্বদোষশূন্য ও সর্ব্বাপবাদ-বিমুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শুধু ভগিনী হইয়াই থাকিও না, সকলের হও তুমি মাতা, সকলের হও তুমি চির-বরেণ্যা আরাধ্যদেবতা। মাতৃ-স্নেহের দ্বারা তোমার হৃদয় প্রপুরিত কর, মাতৃসুলভ স্নেহের দ্বারা সকলের চিত্তকে অভিভূত কর, জয় কর। তোমার মুখমণ্ডলে সকল পুরুষেরা নিজমাতৃমুখ দর্শন করুক। তোমার নয়নের প্রান্তে উহারা উহাদের নিজেদের মাতৃ-নয়নের স্নেহার্দ্র কোমল দৃষ্টি দর্শন করুক। তোমার চরণবিক্ষেপধ্বনিতে উহারা নিজ মাতৃ-পদধ্বনি শ্রবণ করুক। তোমার সুমধুর কোমল কণ্ঠে উহাদের মাতৃ-কণ্ঠ ঝঙ্কারিত হইয়া উঠুক। হৃদয়-মধ্যে মাতৃ-ভাবের এমন প্রবলতা সম্পাদন কর যেন তোমার সংস্পর্শমাত্র সকল মানব নিজ গর্ভধারিণী জননীর স্নেহময় অঞ্চল স্মরণ করিতে বাধ্য হয়। সমগ্র জগতের মাতা হও। সকল জাতির মাতা হও। সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মাতা হও। সকল দেশবাসীর মাতা হও। আমার মাতা হও। আমার পুত্রগণের মাতা হও। আমার ধর্ম্ম-পৌত্রগণের মাতা হও। আমার পূর্ব্বপুরুষদের মাতা হও।

সহস্র কোটি সংখ্যক অনাগত মানবদিগের মাতা হও। মাতৃত্বই তোমার গৌরব হউক, মাতৃত্বেই তোমার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা অবস্থান করুক। * * * ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

অষ্টাবিংশ পত্র

জয় গুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৫ই ভাদ্র, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা,—জীবন তোমার সুন্দর হউক, জীবন তোমার মধুর হউক, জীবন তোমার ভগবৎ-প্রেমময় হউক। ভালবাসিও ভগবানকে, ভালবাসিও অমৃতস্বরূপকে, ভালবাসিও আনন্দ-স্বরূপকে। জ্ঞানের আলো তোমার নয়নে জ্বলুক, প্রেমের মধু তোমার হৃদয়ে সঞ্চিত হউক, সর্ব্বদেবদেব সর্ব্বজীব-মহেশ্বর সর্ব্বভূতাত্মা তোমার হৃদয়াধীশ হউন। লক্ষ্য রাখ উচ্চে, দৃষ্টি রাখ ঊর্দ্ধে, আশা রাখ অনন্ত, বিশ্বাস রাখ অফুরন্ত। জীবনের সাধনা হউক তোমার পবিত্রতা, মরমের আবেদন হউক তোমার পবিত্রতা, হৃদয়ের আবেগ হউক তোমার পবিত্রতা, সুখের স্বপ্ন হউক তোমার পবিত্রতা। তোমাকে পাইয়া জগৎ পবিত্র হউক, জগৎকে পাইয়া তুমি পবিত্র হও,—জগতের ভিতরে

জগৎপতিকে আর জগৎপতির ভিতরে জগৎকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হও। আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

ঊনত্রিংশ পত্র

জয় গুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
২০শে ভাদ্র, ১৩৪৪

(সংস্কৃতে লিখিত পত্রের বঙ্গানুবাদ)

কল্যাণীয়া কন্যা :—

সমগ্র জগতের দুর্ভাগ্য ঘটিবে, যদি ভারতীয় নারী সতীত্বের সর্ব্বোত্তম আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া ভোগসুখার্ত্ততা-বশতঃ উচ্ছৃঙ্খলতাকে বরণ করে। ভারতবর্ষ যে ভাবে সতীত্বকে সভ্যতার মেরুদণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা সমগ্র জগতের নিকট শিক্ষার বিষয়। সম্যক্ পালনে সমর্থ হউক আর না হউক, ভারতীয় সভ্যতা সতীত্বকে এমন শ্লাঘাজনক স্থান দানে চেষ্টা করিয়াছে, যাহার জন্য ভারত জগদ্‌গুরুর আসন দাবী করিবার উত্তম অধিকারী। অতীতেও ভারতকে জগদ্‌গুরুর কার্য্য করিতে হইয়াছে, ভবিষ্যতেও হইবে। এই কারণেই ভারতীয় কুমারীর পবিত্রতার উপরে আমি অতি প্রখর দৃষ্টি দিতেছি।

কুমারীর পবিত্রতা

ব্রহ্মচর্য্যের ও সাধুতার অনুকুল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তোমাকে রাখিবার আমার সুপ্রবল ইচ্ছা আদ্যোপান্তই ছিল। কিন্তু ইচ্ছাকে পূর্ণ করিতে পারি নাই। শিক্ষা বা জীবন-কর্ম্মব্যপদেশে যতস্থানে গমন ও অবস্থান তোমাকে করিতে হইয়াছে, আধুনিক কুরুচি ও কোলাহলের প্রাচুর্য্য হইতে সেই সকল স্থান ও আশ্রয় মুক্ত নহে। ফলে আমাকে সর্ব্বদা নির্ভর করিতে হইয়াছে, তোমারই ব্যক্তিগত চরিত্রের মহিমার উপরে, তোমার তৎকালীন অভিভাবকদের দৃষ্টির সতর্কতা বা ভূয়ো-দর্শনের উপরে নহে। নানা প্রতিকুল ও পরীক্ষাপূর্ণ অবস্থা জাত হইয়াছে এবং শত বাধা সত্ত্বেও তুমি নিজ গৌরব, নিজ মর্য্যাদা, নিজ মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রাণপণে যে সকল-প্রযত্ন পাইয়াছ, তাহা আমাকে তোমার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও স্নেহপরায়ণ করিয়াছে। যে নিজ চরিত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, আমি তাকে ভালবাসি। শুধু ভালবাসি বলিলে কম বলা হইবে, প্রাণতুল্য ভালবাসি।

সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্যমূলক চিন্তায়ই সময় ক্ষেপণ কর। যে চিন্তায় মন নির্ম্মল হয়, চিত্ত তাপলেশহীন হয়, দেহ পবিত্র হয়, মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হয়, সেইরূপ চিন্তায় মনের অনুরাগ বর্দ্ধিত কর। অভ্যাস কর, যেন মন কদাপি বিপথে ধাবিত হইতে না চাহে, পবিত্রতার পথেই যেন সে অবিরাম বিচরণ করে, অকপট

আত্মোন্নতির পথ বাহিয়াই যেন তার প্রবাহ বহে। তোমার সকল ইন্দ্রিয়ে, সমগ্র শরীরে, পবিত্রতার অধিষ্ঠান সর্ব্বদা চিন্তা কর। হস্তে, পদে, লোচনে, বদনে, নখে, দন্তে, ওষ্ঠে কণ্ঠে, বক্ষে, জঠরে, পৃষ্ঠে, নিতম্বে, অনাবৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, আবৃত গোপনীয় শরীরাংশে সর্ব্বত্র একমাত্র পবিত্রতার অবস্থিতির অনুভূতিকে জাগ্রত কর। পবিত্রতা দ্বারাই তুমি সমগ্র জগৎকে জয় করিবে। পবিত্রতা দ্বারাই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের তুমি মাতৃপদে অভিষিক্তা হইবে। পবিত্রতা দ্বারাই তুমি আমার হৃদয়ানন্দ-বর্দ্ধিনী হইবে। পবিত্রতাই তোমার একমাত্র ধ্যান হউক, পবিত্রতাই তোমার জপবস্তু হউক, পবিত্রতাই তোমার মহামন্ত্র হউক, পবিত্রতাই তোমার অবলম্বন হউক। পবিত্রতার বলে তুমি আত্মস্বরূপ দর্শন কর, ব্রহ্মভূতা হও, পরমাত্মার সহিত এক হও, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-বিধায়িত্রী হও।

যদি কখনও তোমার মনোমধ্যে অপরিচ্ছন্ন চিন্তার উদয় হয়, তবে তৎক্ষণাৎ প্রবল পবিত্রতার সঙ্কল্পের দ্বারা সেই অপবিত্র চিন্তার বিনাশ কর। অপবিত্র দর্শনেচ্ছাকে চক্ষুতে থাকিতে দিও না, তামসিকী কামনাকে চক্ষে বসিতেই দিও না, সর্ব্বাঙ্গে কোনও ভোগ-লালসাকে বিস্তারিত হইতে দিও না। দেহ, মন, চিত্ত, প্রাণ সর্ব্বদা পবিত্রতা দ্বারা পরিরক্ষিত হউক, পবিত্রতাকে পুনরায় দেহ, মন, চিত্ত, প্রাণ দিয়া রক্ষা কর। পবিত্রতাকে তুমি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর, পবিত্রতা তোমাকে

যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। পবিত্রতাকে তুমি যত্নপূর্ব্বক বর্দ্ধিত কর, পবিত্রতা তোমাকে সযত্নে পরিবর্দ্ধিত করিবে। নিজের ভিতরে পবিত্রতার প্রসার বাড়াও, পবিত্রতার উপরে তোমার দাবীও বাড়িয়া যাইবে।

অতিরিক্ত আর কি কহিব, তুমি নিজেই সকল নিগূঢ় বিষয় অবগত রহিয়াছ। তোমার হৃদয়ে থাকিয়া পরমগুরু সর্ব্বদা তোমাকে সদ্‌বিষয়ে প্রবৃত্তিমূলক, অসদ্‌বিষয়ে নিবৃত্তিমূলক উপদেশ দিতেছেন। হৃদয়স্থিত পরমগুরুর বাক্য সর্ব্বদাই শুনিবার অভ্যাস কর। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)

"পবিত্রতাই পূর্ণতা
নির্লোভতাই ঋষিত্ব।"

শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ